স্বামীর ভিটা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি. এ.

দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীবিধুভূষণ বসু
ভোলানাথ লাইব্রেরী
৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীফুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৫নং ছিদামমুদির লেন,
কলিকাতা।

উপহার

মাতৃকল্পা

শ্রীমতী সুরবালা ঘোষের
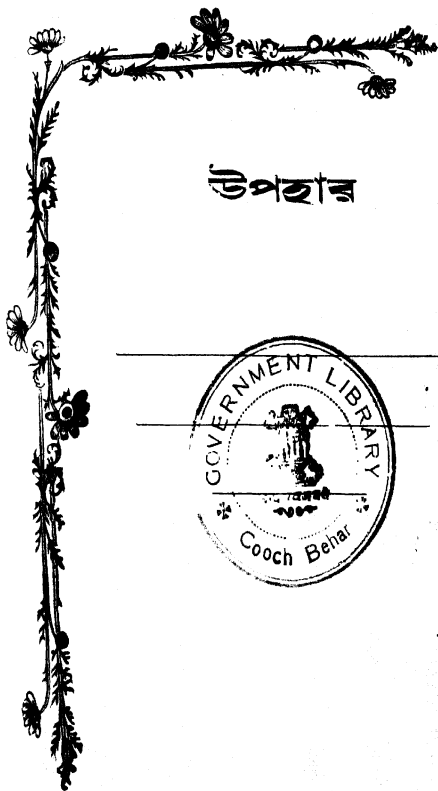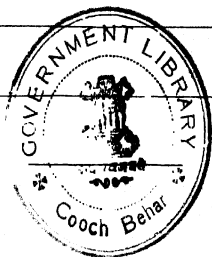
শ্রীচরণে

স্বামীর ভিটা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমূল্যচরণ বসু মহাশয় ছাপরার একজন প্রবীণ উকিল। প্রসার ও প্রতিপত্তি তাঁহার বেশ ছিল। অশ্রুমতী তাঁহার একমাত্র কন্যা, বৃদ্ধবয়সের সন্তান, বড় আদরের মেয়ে। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এই বুড়োবয়সের মেয়েটীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে খুব ঠাট্টাতামাসা করিত। অমূল্যবাবু তাঁহাদের সেই ঠাট্টাতামাসার উত্তরস্বরূপ শুধু একটু হাসিতেন।

সেদিন সকালবেলা অমূল্যবাবুর বৈঠকখানায় পাঁচসাত-জন বন্ধুবান্ধব চা-তামাকের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, এমন সময় অশ্রুমতী ঘোঁড়সোয়ারের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, বাঁকাটুপি মাথায় দিয়া, হাতে একগাছা চাবুক লই

তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বেণীটি তখন পৃষ্ঠের উপর দুলিতেছিল।

অষ্টম বৎসরের বালিকার এই অপরূপ সজ্জা দেখিয়া সকলে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিলেন। পিতার মুখ হর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

একজন কহিলেন, "বাঃ, বেশ মানিয়েছে! কি গো মা-লক্ষ্মী, যুদ্ধ করতে চলেছ নাকি!"

অশ্রুমতী ঈষৎ হাসিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, বেণী দোলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তাহার জন্য সহিস ঘোড়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অমূল্যবাবুর একজন বন্ধু বলিলেন, "ওহে অমূল্য, মেয়েটার যে একেবারে মাথা খেয়ে দিচ্ছ। বিয়ে-থাওয়া ত দিতে হ'বে; পরে ও কি আর শ্বশুর-ঘর করতে পারবে!"

অমূল্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না হে, আমার মা-লক্ষ্মী সে দিকে ঠিক আছে; ঘোড়ায় চড়ে বেড়াক, আর ছুটোছুটি করুক, কিন্তু আসল কাজে ঠিক। সে এর মধ্যে গেরস্থালীর কাজকর্ম্মও বেশ শিখেছে; তরকারীকোটা, বিছানা-করা, ঘরঝাঁট দেওয়া, সব মা আমার বেশ গুছিয়ে করতে পারে।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতার বুক গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল।

এমনই করিয়া অশ্রুমতী জনকজননীর অজস্র আদরের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার হুকুম খাটিবার জন্য নিরন্তর দুইটি ঝি চাকর তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সে সর্ব্বদাই ঝি-চাকরের কোলেপিঠে চড়িয়া বেড়াইত। সাত বৎসর বয়স অবধি সে বোধ করি একবারও মাটিতে পা দেয় নাই। দিনের মধ্যে তাহার ফরমাইসেরও অন্ত ছিল না। তাহার জনকের আদেশে কোন দ্রব্য পাইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিত না।

অমূল্যবাবু 'দিল্‌দরিয়া' লোক ছিলেন। তিনি বিস্তর উপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তাঁহার বাড়ীতে 'যজ্ঞি' চলিত। তাঁহার দুই একজন বন্ধু তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে বলিতেন, "ওহে ভায়া, হাতটা একটু কম কর। আগে না হয় ছেলেপুলে ছিল না; এখন ত একটা মেয়ে হ'য়েছে, শীগ্‌গির জামাইও হবে, তাদের ত যা হ'ক একরকম সংস্থান ক'রে যেতে হবে ত।"

অমূল্যবাবু হাসিয়া বলিতেন, "ত্রিশ বৎসরের অভ্যাস কি আর ছাড়া যায়! আচ্ছা তোমরা পাঁচজনে যখন বলছ, তখন এবার থেকে একটু হিসেবী হ'তে হ'চ্চে।"

তিনি মুখে এই বলিতেন সত্য, কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে দশবিশজন বন্ধুর নিমন্ত্রণ হইত।

দেখিতে দেখিতে অশ্রুমতী এগার বৎসরে পদার্পণ করিল। তখন হইতেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতে লাগিল। দুই একজন আসিয়া অশ্রুকে দেখিয়া গেলেন, কিন্তু রঙ্ কালো বলিয়া তাঁহারা পছন্দ করিলেন না; বলিয়া গেলেন, মুখশ্রী ভাল বটে, কিন্তু রঙ্ ময়লা। আচ্ছা, বাড়ীতে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ পাঠাইব।

এই ঘটনার পর হইতে অমূল্যবাবু সকলকে বলিয়া দিলেন, এখন আর তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন না।

আরও মাস ছয়েক অতিবাহিত হইয়া গেল। অশ্রুর বিবাহের কথা একরকম চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রজাপতি যে সকলের অলক্ষে অশ্রুর বর নির্ব্বাচিত করিতেছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ মিত্র ছাপরার প্রথম সবজজ। কলিকাতার নিকটে তাঁহার পৈতৃক বাড়ী। বাড়ীতে দোলদুর্গোৎসব হইত। তাঁহাদের বেশ নামডাকও ছিল। তাঁহারা সাত-আটটি ভাই। কেহ মুন্সেফ, কেহ বা উকিল, কেহ বা ডাক্তার। অমূল্যবাবুর এক উকিল-বন্ধু মধ্যস্থ হইয়া মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত অশ্রুর সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্রটি

তখন এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এল. এ. পড়িতেছিল। দোহারা গঠন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও মন্দ নয়; মোটের উপর দেখিতে ভাল। অমূল্যবাবু পাত্রটিকে দেখিয়াই পছন্দ করিলেন। ক্ষেত্রবাবু কুল করিবেন, কুলের পাত্রী সুন্দরী পাওয়া কষ্টকর, তাহা ছাড়া তিনি মেয়ে অত বাছিতেন না। তবে অশ্রুর গড়ন ও মুখশ্রী দুইই ভাল। তাহার উপর পিতার একমাত্র সন্তান। ক্ষেত্রবাবু অশ্রুকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন, "দিব্যি মেয়ে!"

তাহার পর এক শুভলগ্নে ক্ষেত্রনাথের পুত্র প্রভাতকুমারের সহিত অশ্রুর বিবাহ হইয়া গেল। অমূল্যবাবু মেয়েকে গা ভরিয়া গহনা দিলেন; তাহা ছাড়া দু'হাজার টাকা নগদ, বরের দামী ঘড়ি চেন, আংটি, খাট, বিছানা, রূপার দানসামগ্রী ও বড়রকমের ফুল-শয্যা। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া বিবাহের যজ্ঞ চলিয়াছিল।

ফুলশয্যার তিনদিন পরে অশ্রু পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং এক বৎসর পিতৃভবনেই রহিয়া গেল। জামাতা প্রভাতকুমার কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। অমূল্যবাবু প্রায় প্রতিমাসেই তাহাকে একবার করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। জামাই যখনই আসিত এবং যে কয়েকদিন সেখানে থাকিত, সে কয়দিনই তাঁহার

বাড়ীতে মহা ধূম পড়িয়া যাইত। সহরের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্যব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইতেন; গরীব-দুঃখীও বাদ যাইত না।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চাঁদের আলোয় সহরটি হাসিতেছিল। বাড়ীর সামনে খোলা মাঠের উপর কয়খানি চেয়ার পাতা ছিল। অমূল্যবাবু ও তাঁহার কয়জন বন্ধু সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

সুধীরবাবু কহিলেন, "বেশ জামাই হ'য়েছে, দিব্যি ছেলেটি! ধীর, শান্ত, মুখে একটি কথা নেই।"

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, "জামাইটি আপনার সত্যিই ভাল হ'য়েছে; উনি ত বি. এল. পাশ করলেই মুন্সেফ হ'য়ে যাবেন। আচ্ছা, কুটুম্ব কেমন হ'ল অমূল্যবাবু?"

অমূল্যবাবু কহিলেন, "আমি থাকৃতে থাকৃতে বাবাজী যদি ল-টা কোন রকমে পাশ ক'রে ফেলৃতে পারেন, তা হ'লে আমি এখানেই সুবিধা ক'রে দিতে পারব। মুন্সবি করবার হয় ত দরকারই হ'বে না।" তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "নামজাদা ঘর শুনেই ত এক-কথায় বিয়ে দিলাম, কিন্তু কুটুম্ব তেমন সুবিধে হ'ল না।"

কৃষ্ণবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কথা

শুনিতেছিলেন; তিনি ক্ষেত্রনাথ বাবুকে বিলক্ষণ চিনিতেন, কহিলেন, "ক্ষেত্র মিত্তির ত, অমন কিরেট আর দুটি নেই; বিয়ে ঠিক হ'বার আগে যদি আমি খবর পেতাম, তা হ'লে ওখানে কখনও বিয়ে দিতে দিতাম না। যাক, জামাইটি ছেলে বড় ভাল; বাপের ধাঁজটি সে একেবারেই পায়নি; প্রভাতের মা যে ছিলেন খুব ভাল। ক্ষেত্র মিত্তির কি কম পিশাচ, তাঁকে পয়সার কষ্ট দিয়ে একরকম মেরে ফেলেছে। যাক্, সে সব পুরোণ কথা তুলে আর লাভ কি!"

অমূল্যবাবু এতদিন সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন; কিন্তু কন্যা-সম্প্রদান করিবার পর হইতে তাঁহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। গম্ভীরভাবে তিনি কহিলেন, "আগে ত আমাকে ও কথা কেউ বলেনি। যদি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পারতাম, তা' হ'লে কখনই ওখানে বিয়ে দিতাম না।"

———0———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার মাস ছয়েক পরে একদিন বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমূল্যবাবু বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন বেদনা অনুভব করিলেন; তিনি টলিতে টলিতে আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিগ্‌গির হাওয়া কর ত, বুকটা কেমন করছে।"

তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া, হাওয়া করিতে গিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। কি সর্ব্বনাশ! মুখখানি একবারে শাদা হইয়া গিয়াছে! তিনি ভীতিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "ওগো, তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন, বড্ড অসুখ করছে, ডাক্তার ডাকৃতে পাঠাব?"

অমূল্যবাবুর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল। তিনি কি যেন বলিতে চাহিলেন; কিন্তু কিছুই তাঁহার বলা হইল না। তেমনই নিস্পলকনেত্রে তিনি পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার পত্নী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে।"

তাঁহার চীৎকারে যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অমূল্যবাবুকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

ডাক্তার আসিয়া দেহপরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, কিছু পূর্ব্বে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অশ্রু তখন শ্বশুরালয়ে। অভাগিনী একবার শেষ সময়ে পিতাকে দেখিতে পাইল না। সে দারুণ সংবাদ যখন তাহার নিকট পৌছিল, তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া মেঝের উপর সে আছড়াইয়া পড়িল।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না সত্য, কিন্তু সে মানুষের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। অশ্রু পিতার শোক ক্রমে ক্রমে ভুলিতে লাগিল। নূতন সংসারে, অনেক বউ-ঝিয়ের মধ্যে থাকিয়া, স্বামীর আদরে ডুবিয়া অশ্রুর দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল।

তাহার জননীও ছাপরার বাসা তুলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। অমূল্যবাবু অশ্রুর বিবাহে যে সমস্ত ঋণ করিয়াছিলেন, সেই ঋণের পরিমাণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া, তাঁহার ছাপরার বাড়ীখানি বিক্রয় হইয়া গেল।

হাজার দুই টাকার জীবনবীমা ছাড়া নগদ এক কপর্দ্দকও তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ টাকার কোম্পানীর কাগজের যাহা সুদ পাইতেন, তাহাতে অশ্রুর জননীর একরকম চলিয়া যাইত।

এমনই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু এতদিন বিদেশে কাজ করিতেন, সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিলেন।

একদিন প্রভাতকে ডাকিয়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "অত নবাবী করলে ত আমি খরচ জুগিয়ে উঠ্‌তে পারব না,— তোমার স্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম, মোটাকাপড়, ভাত, এ অবশ্য আমি দেব; কিন্তু তা ব'লে তোমার ছেলেমেয়েদের পাঁচ দিন অন্তর হরলিক্স, এ ত আমি জুগিয়ে উঠ্‌তে পারব না। বউমাকে বল, তার মার কাছে থেকে যেন এ সব দাম চেয়ে আনে। তোমার শ্বশুর ত ঢের টাকা রেখে গেছে।" প্রভাত নীরবে সমস্ত কথা শুনিল এবং তেমনই নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আজ প্রথম তাহার হৃদয়ে চিন্তার রেখাপাত হইল।

এমনই দুঃখের মধ্যে প্রভাত মাত্র একটী নম্বরের জন্য দ্বিতীয়বার বি. এ. ফেল হইয়া, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখনও বি. এ. পাশ এত সস্তা হয় নাই! হাড়ভাঙ্গা

খাটিয়া, এমনই সামান্য একটি নম্বরের জন্য লোকে ফেল হইয়া যাইত। প্রভাত কত আশা করিয়াছিল, কিন্তু ফেল হইয়া তাহার মনে হইল, সমস্ত আশাভরসা বুঝি অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। পিতা হয় ত আর কলেজের মাহিনা দিবেন না।

তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়া অশ্রুমতী কহিল, "কত লোকেই ত ফেল হ'চ্ছে তার জন্যে তুমি অমন ক'রে ভাব্‌ছ কেন? আবার পড়, ঠিক পাশ হ'য়ে যাবে।"

প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আর পড়াশুনা করলে চলবে না। তোমাদের ত খাওয়াপরার ব্যবস্থা করতে হ'বে। বাবা আর কতদিন বসে-বসে খাওয়াবেন।"

অশ্রুমতী স্বামীর এ কথার অর্থ বুঝিল। সে জোর করিয়া কহিল, "যতদিন আমার একখানা গয়না থাক্‌বে, ততদিন তোমার পড়া ছাড়া হ'বে না।"

তাহার কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় অশ্রুর ছোট দেবর, বাহিরের ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "বউদিদি, এখনও ব'সে গল্প করছ। মা জিজ্ঞেস করছেন, তুমি আজ আর ঘর ঝাঁট দেবে না, বিছানা করবে না?"

অশ্রু তাড়াতাড়ি স্বামীকে কহিল, "যাও, বাইরে

পাঁচজনের সঙ্গে দু'দণ্ড ব'সে গল্প করগে, অমন করে ঘরে ব'সে থেক না, ওতে অসুখ করতে পারে।"

বাহিরের ঘর হইতে আবার তাহার দেবর চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অ বৌদিদি, মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কানের মাথা খেয়েছ! না পার, সোজা বল্লেই হয়, অত ভিট্‌কিলেমীতে কাজ কি।"

হায় অশ্রু! যাহার হুকুম তামিল করিবার জন্য দুইটী ঝি-চাকর নিরন্তর হাজির থাকিত, আজ কাজে যাইতে একটু দেরী হইয়াছে বলিয়া তাহার এই লাঞ্ছনা! কোথায় আজ তোমার সেই স্নেহময় পিতা! বড় ঘর দেখিয়া যে তিনি তোমায় এ ঘরের বধূ করিয়াছিলেন!

কিন্তু অশ্রু কাজ করিতে একদিনও এতটুকু মুখ ভার করিত না। পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সাম্‌নে একদিন অশ্রুর পিতা গর্ব্ব করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অশ্রু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পিতার সেই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে। কাজকে সে ভয় করিত না; সে শুধু একটু মুখের আদর চাহিত। শ্বশুরশাশুড়ীর মিষ্টকথারই সে ভিখারী ছিল।

——০——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাত সেবার বি. এ. পাশের খবর পিতাকে জানাইতে গেলে পিতা গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "তা বেশ হ'য়েছে। এখন ল-ক্লাসে ভর্ত্তি হওগে, দেখ, আর যা'হক একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নাও। তোমার ত এখন একটি রীতিমত সংসার হ'য়েছে, তিনটী ছেলে-মেয়ে, বউমা,—এদের দুধ, জলখাবার, জামা-কাপড়, এর ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। আমি আর কত পেরে উঠব।"

প্রভাত মুখটি ভার করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিতেই অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গো, পাশ করলে, তবু মুখভার কেন? কেমন, আমি বলেছিলাম কি না, এবার তুমি ঠিক পাশ করবে। দেখ্‌লে আমার কথা সত্যি হ'ল কি না। এমন আমায় কি বক্‌সিস্ দেবে বল? তবুও মুখভার ক'রে রইলে যে, বুঝি বক্‌সিস্ দেবার ভয়ে?"

প্রভাত এবার হাসিয়া ফেলিল। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সে অশ্রুকে আপন বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল। সেইখানে মুখ লুকাইয়া অশ্রু হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই বুঝি তোমার বক্‌সিস্!"

প্রভাত গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, "আমার কি আছে অশ্রু, যা দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করব! আমি যে গরীব।"

অশ্রু কহিল, "যাও, আবার ঐ কথা! আমি কি তোমায় তাই বল্‌ছিলাম।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি বল্‌ছিলে অশ্রু?"

অশ্রু স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "কি আবার বল্‌ব!" প্রভাত দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বড় আদর করিয়া চুম্বন করিল। অশ্রু দুই হাত দিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "যাও!" মনে মনে কহিল, "আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমার দু'টি মিষ্টি কথা। আমার হাতের নোয়া, সিঁথীর সিঁদূর যেন বজায় থাকে ঠাকুর, আমি আর কিছু চাই না।"

প্রভাতকুমার সকালবেলা ল-ক্লাসে পড়িত ও দশটা-পাঁচটায় আফিস করিত। চল্লিশ টাকায় তাহার বেশ চলিয়া যাইত।

ক্ষেত্রনাথের পাঁচ ছয় ছেলে, দুই তিনটী মেয়ে, ছেলেদের বউ, ছেলে-মেয়ে, একটি চাকর ও তাঁরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁহার স্ত্রীর একজন দাসী। তিনি নিজে এমনই সূক্ষ্ম-হিসাব করিয়া মাছ তরকারীর পয়সা দিতেন, যে তাহাতে তাঁহার নিজের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রকন্যার ও স্ত্রীর

পর্য্যন্ত এক টুক্‌রা মাছ পাতে পড়িত; বড় দুই ছেলে, বউ, ও নাতি-নাত্‌নির ভাগে দুই একটা কুচোচিংড়ি। তবে মেজ ছেলে নিজের মাছতরকারী নিজে কিনিয়া আনিয়া উপরে নিজের ঘরে ব্যবস্থা করিয়া লইত; ঠাকুর গিয়া শুধু চারিটি ভাত ও ডাল দিয়া আসিত। প্রভাতকুমার যখন মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পাইতে লাগিল, তখন তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কোন কষ্ট রহিল না। সেও পৃথক্ মাছতরকারী কিনিবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু অশ্রুর হাতে সে ভার থাকায়, তাহার একটু বেশী খরচ হইয়া যাইত।

সেদিন খরচের কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রু বলিল, "আজও ক-পয়সার বেশী মাছ কিনে ফেলেছি। সত্যি আমার ভারি লজ্জা করে; ঠাকুরপোদের না দিয়ে কি কখনও নিজে খাওয়া যায়! ওর চেয়ে না খাওয়া ভাল। মেয়েমানুষ, আমাদের যা'তা হ'লেই চ'লে যায়। রোজই ঠাকুরপোরা এসে জিজ্ঞেস করে, বউদি আজ কি রাঁধলে? কি করি, আগে থেকে তাদের মাছও কিনে আনাই। যদি এই মাছটুকু দিতে না পারতাম, তা হ'লে মনটা কেমন করত বল ত?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "তা হ'বে না, তুমি কেমন

লোকের মেয়ে! তোমার বাবা পাঁচজনকে খাইয়েই ফতুর!"

পিতার কথা উল্লেখ হইতেই অশ্রুর সেই সব পুরাণ কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার দুই চোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আজিকার এই অবস্থার তুলনায় সে সব কথা তাহার নিকট যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল! তখন পাড়ার পাঁচটি ছেলেমেয়েকে ডাকিয়া অশ্রু কত খাওয়াইয়াছে; তাহারা আর খাইতে পারিবে না বলিলেও অশ্রু জোর করিয়া তাহাদের পাতে হাতা-ভরিয়া মাছ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাদের কোঁচড় পূরিয়া সন্দেশ বিতরণ করিয়াছে। আর আজ!

তাহাকে হঠাৎ বিমর্ষ দেখিয়া প্রভাত ভাবিল, বুঝি অশ্রু মনে করিয়াছে, সে বেশী খরচ করে বলিয়া আমি তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তাই প্রভাত প্রকাশ্যে কহিল, "মাসের মাইনে তোমার হাতে এনে ধ'রে দিই; যা ইচ্ছে তাই তুমি খরচ করবে আমাকে আবার হিসেব দেওয়া কেন, আমি কি তোমার কাছে হিসেব চেয়েছি?"

অশ্রুর কান্না আসিল। সে কান্না রোধ করিতে পারিল না। দুই চোখের কোণ্ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল!

অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া সে কহিল, "আজ যদি বাবা থাক্‌তেন, তা হ'লে কি তোমায় এত কষ্ট করতে হ'ত!"

কি কথা হইতে কি কথা আসিয়া পড়িল দেখিয়া প্রভাত তাহা চাপা দিবার জন্য অন্য কথা পাড়িল।

খানিক পরে অশ্রু কহিল, "এবার তোমার দাদাকে টাকা পাঠালে না যে?"

প্রভাত কহিল, "আজ আর সময় করে উঠ্‌তে পারিনি। বসন্তদাকে কাল পাঠিয়ে দেব।"

বসন্তকুমার প্রভাতের মেজ জেঠার ছেলে। সে স্ত্রী ও কন্যা লইয়া দেশের ভিটায় পড়িয়া থাকে। প্রায় কুড়ি বৎসর বয়স অবধি যে ক্রমাগত নানারকম পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিল। তাহার পর যখন সে আরোগ্যলাভ করিল, তখন পড়ায় অগ্রসর হইবার মত স্বাস্থ্য এবং শক্তি তাহার ছিল না। সম্প্রতি তাহার পিতৃবিয়োগের পর দেশে সামান্য যাহা-কিছু জমি-জমা ছিল,তাহাই চাষ আবাদ করিয়া তাহার এক রকম চলিয়া যাইত। কিন্তু ক্রমাগত দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায়, অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া সে খুল্লতাত ক্ষেত্রনাথের কাছে সাহায্য চাহিতে বাধ্য হয়; কিন্তু অর্থগৃধ্নুর নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসে। প্রভাত তখন সবেমাত্র চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, প্রথম মাসের মাহিনা পাইবামাত্র সে

দশটী টাকা বসন্তকে পাঠাইয়া দিল এবং তাহার পর হইতে প্রতি মাসে সে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া আসিতেছে।

চাকুরী করিতে করিতে প্রভাত বৎসর তিনেক পরে বি. এল. পাশ করিল। গভীর আনন্দে তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল! আর ভাবনা নাই। তিন বৎসর ওকালতি করিতে পারিলে, সে নিশ্চয়ই মুন্সেফ হইবে; আর নাই যদি হয়, ওকালতি করিয়া সে কি উপার্জ্জন করিতে পারিবে না? কয়দিন সে মনে মনে কতই সুখের ছবি আঁকিল। অশ্রুমতীর সহিত কত পরামর্শ করিল; কত তর্ক-বিতর্ক চলিল। অশ্রুমতী বলিল, "তোমার মুন্সেফ হ'য়ে কাজ নেই, তুমি ওকালতিই কর।"

প্রভাত কহিল, "ওকালতিতে এখন পসার করা ভারি শক্ত। মুন্সেফ হ'তে পারলে আর কোন ঝঞ্জাট থাকে না।"

অশ্রুমতী শেষে হাসিয়া বলিল, "তা, তুমি যা ভাল বোঝ কর। তবে ব'লে রাখ্‌ছি, বিদেশে চাকরি করতে গেলে কিন্তু সেই দিনই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে, ফেলে যেতে পারবে না। তোমার কাছ-ছাড়া হ'য়ে আমি একদিনও থাকতে পারব না!"

প্রভাতকুমার হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি দু'দিন পরে ম'রে যাই, তা হ'লে কি ক'রে থাকবে?"

অশ্রুমতী দুই হাতে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতর নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওগো অমন কথা তুমি মুখে এন না, তোমার পায়ে পড়ি, বল, আর অমন কথা তুমি আমায় বল্‌বে না?"

প্রভাতকুমার অপ্রস্তুতের মত বলিল, "না, না, আর বল্‌ব না।"

অশ্রুমতী মনে মনে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকিয়া বলিল, "দোহাই ঠাকুর, ওঁর যেন কিছু না হয়।" তাহার পর প্রকাশ্যে কহিল, "ঠাকুরঝিকে দেখ্‌লে বুকটা ফেটে যায়। যেদিন সে হাত দু'খানি খালি ক'রে, থান প'রে গাড়ী থেকে নাম্‌ল, আমি তাকে আন্‌তে গিয়ে কেমন হ'য়ে গেলাম, চোখে কিছু আর দেখ্‌তে পেলাম না। উঃ, কি কষ্ট! এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয়! তার ওপর তাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিয়েছে,হাতে পয়সাও নেই। যাক্‌ তবু ত বাবা রয়েছে, ঠাকুরঝির ত দাঁড়াবার একটা জায়গা আছে।" বলিতে বলিতে অশ্রু কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, "আমি ঠাকুরঝিকে সে দিন বল্লাম, 'ঠাকুরঝি, তোমার বড়দাদা রয়েছেন, তোমার ছেলেমেয়েদের ভাবনা কি; ঠাকুরঝি কেঁদে বল্লে, বউদিদি, স্বামী যার নেই, তার যে সংসারে আর কেউ থাকে না।"

প্রভাত কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওর খাওয়া-দাওয়ার তুমি সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছ ত? তার ছেলে-মেয়েরা যেন একটুও কষ্ট না পায়। তুমি ছাড়া ওর আর দেখ্‌বার কেউ নেই।"

অশ্রু কহিল, "খাবার ত আনি, কিন্তু খায় কে! খেতে কি মানুষ পারে, কত জোরজার ক'রে, কোনরকমে একটা মিষ্টি খাওয়াই।"

ছয় মাসের মধ্যে মিত্র-পরিবারে দুইটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রভাতকুমারের বিমাতা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার পর আজ দুইমাস হইল, প্রভাত-কুমারের একমাত্র ভগিনী বিভাবতী কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কি করিয়া এই ঠাকুরঝিটির দুঃখের কিছু লাঘব হয়, অশ্রু তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিত; বিভার ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদাই সে কাছে রাখিত; তাহারা যখন যাহা চাহিত, সে তখনই তাহা আনাইয়া দিত। এমনই ভাবে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল।

——০——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রথযাত্রার একসপ্তাহ পূর্ব্বে অশ্রু মাতার সহিত দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে স্বামীকে কহিল, "মা বল্‌ছিলেন, তাঁর অনেক দিনকার ইচ্ছে, শ্রীক্ষেত্রের রথ দেখ্‌বেন। এতদিন তোমার পড়াশুনার ক্ষেতি হ'বে, তাই বলেন নি। এখন ত তোমার পড়া শেষ হ'য়েছে আমাদের যদি একবার পুরী দেখিয়ে আন।"

প্রভাত সাগ্রহে বলিল, "তা বেশ; কত খরচপত্র লাগ্‌বে তার একটা যোগাড় ক'রে ফেলি।"

অশ্রু বলিল, "টাকার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হ'বে না, মা বলেছেন সে টাকা তিনিই দেবেন।"

প্রভাত কহিল, "না না, সে ভাল হয় না, আমি ধার ক'রে চালিয়ে নেব।"

পুরী যাইবার সমস্ত স্থির হইয়া গেল। প্রভাত তাহার বিধবা ভগিনীকে সঙ্গে যাইবার কথা বলিলে সে কহিল, "না, আমার পুরীটুরী গিয়ে কাজ নেই। শুন্‌তে পাই, সেখানে নাকি বড় কলেরা হয়। আমি ম'রে গেলে ছেলেমেয়ে দুটো কার কাছে থাকবে?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "তোর যেমন কথা, পুরী গেলেই বুঝি লোক কলেরা হ'য়ে ম'রে যায়।" কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে রাজি হইল না।

আষাঢ়ের শেষে রথ। রথের দিন পাঁচেক পূর্ব্বে প্রভাতকুমার শ্বাশুড়ী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া পুরী যাত্রা করিল। কি আনন্দে সেখানে দুই দিন কাটিল,—সেই সমুদ্রের গর্জ্জন শ্রবণ, সমুদ্রদর্শন, সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখা। তারপর রথের দিন, সে কি জনতা! অসীম সাগরবৎ জনসঙ্ঘ মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতেছে। রথের মধ্যে মহাপ্রভুদর্শনমানসে ঐ বৃহৎ জনসঙ্ঘ যেন সত্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন আর একজনকে দলিয়া পিশিয়া চলিয়াছে, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রহরীদের সপাসপ্ বেত্রাঘাতে কত লোকের পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত হইয়া যাইতেছে, রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে; তবুও গ্রাহ্য নাই, একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে হইবে, রথের দড়ি স্পর্শ করিতে হইবে! এ অচলা ভক্তি পুণ্যভূমি ভারতের হিন্দুনরনারীদের মধ্যে ছাড়া, বোধ করি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

দিন দুই পরে সন্ধ্যার সময় প্রভাতের কোলের ছেলেটি বার দুই ভেদবমি করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন

পুরীতে যাত্রীদের মধ্যে ওলাউঠার মহামারী সুরু হইয়া গিয়াছে। সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। পুরীতে থাকা আর নিরাপদ নহে বুঝিয়া, সেই রাত্রে তাহারা পুরীর নিকটবর্ত্তী একটি সহরে প্রভাতের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া খোকার আরও বার দুই ভেদবমি হইল। সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া দিল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকাল হইতে খোকা অনেকটা সুস্থ হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর কোন ভয় নাই, এ যাত্রা খুব সামলাইয়া গিয়াছে। সে দিন সারাদিন-সারারাত্রি খোকা বেশ ঘুমাইল; কিন্তু তখনও দুর্ব্বল থাকায়, তাহারা সেখানে আরও দুই একদিন থাকিবার সঙ্কল্প করিল।

পরদিন দিনের বেলাটা সকলের বেশ আনন্দে কাটিল। সন্ধ্যার সময় প্রভাতকুমারের একবার ভেদবমি হইল। অশ্রুমতীর মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর কি খুব খারাপ বোধ হ'চ্ছে? ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে পাঠাই, ওষুধ খাইয়ে দিয়ে যান। আমার বড্ড ভয় করছে।"

প্রভাত হাসিমুখে কহিল, "ও কিছু নয়, অম্বলের জন্যে হ'য়েছে; আর দুই একবার বমি হ'লেই শরীরটা বেশ

হাল্কা হ'য়ে যাবে। ভয় কিসের, ওষুধ-টষুধ কিছু খাবার দরকার নেই।"

অশ্রুমতী সে কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; তাহার মাথার মধ্যে কেমন আন্‌চান্‌ করিতে লাগিল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, চোখের সাম্‌নে রঙ্‌বেরঙের পোষাক পরিয়া কতকগুলা কি যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে; কানের মধ্যে কেবলই যেন কিসের শব্দ হইতেছে। সে মাঝে মাঝে একটু শব্দ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিতে লাগিল। কখনও বা কল্পিত শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিয়া দেখিয়া আসিতেছিল, তাহার স্বামী কি করিতেছেন। প্রভাত তখন অদূরে বারান্দায় একখানি আরামকেদারায় চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। এমনই করিয়া অশ্রু কেবলই ঘরবাহির করিতেছিল; থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

ঘণ্টা দুই পরে আরও বার দুই ভেদবমির পর প্রভাত শয্যাগ্রহণ করিল। তখন তাহার দুইটি চোখ একেবারে বসিয়া গিয়াছে, গলার স্বর অবধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ওলা-উঠা যে পূর্ণভাবে তাহার দেহ অধিকার করিয়াছে, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না। তখনই কলিকাতায় প্রভাতের মেজ-ভাইয়ের নিকট তার করা হইল,

'যেন তার পাওয়ামাত্র সে ডাক্তার ও ঔষধ লইয়া রওনা হয়, বড় বিপদ, প্রভাতের কলেরা হইয়াছে।'

তার যখন প্রভাতের কলিকাতার বাড়ীতে পৌছিল, তখন প্রভাতের মেজভাই প্রকাশ ও তাহার তিনচারিজন খুড়তুত জাঠ্তুত ভাই বসিয়া খুব গল্প চালাইতেছিল; তার পড়িয়া তাহারা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর 'তাই ত' 'তাই ত' বলিতে বলিতে সকলে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। প্রকাশও উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তখনও রওনা হইলে রাত্রের ট্রেণ ধরা যাইত, ঠিক ভোরে গিয়া সে পুরী পৌছিতে পারিত; কিন্তু আত্মরক্ষাই সর্ব্বধর্ম্মের সেরা, সে এই প্রবাদ বাক্যের শরণাপন্ন হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল।

বাড়ীর ভিতর গিয়া পত্নীকে তারের কথা বলিয়া প্রকাশ কহিল, 'কি বল; আমি আর মিথ্যেমিথ্যে কি করতে সেখানে যাই?"

তাহার পত্নী স্বুবর্ণলতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! সাধ ক'রে কে বিপদের মধ্যে যায়; কলেরা ভারি ছোঁয়াছে, খবরদার, ওখানে যাবার কথা মনেও এন না।"

প্রকাশ কহিল, "পাগল আর কি, আমি কিনা এমনই

বোকা যে, সেখানে যাব! রাত্তিরে আর কোথায় কাকে পাব, সকাল হ'ক, হরিকে ডেকে আনিয়ে, কিছু ওষুধপত্র দিয়ে কাল সকালের গাড়ীতে পাঠিয়ে দেব'খন।"

*   *   *   *

অশ্রুর সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া চিরতরে ঘুচিয়া গিয়াছে। এক সন্ধ্যায় ওলাউঠা হয়, পরদিন ঠিক সন্ধ্যায় প্রভাত ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখনও তাহার বাড়ী হইতে কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই। যখন সহরের চারিজন অপরিচিত ভদ্রলোক অশ্রুমতীর কঠিন বাহুবন্ধন হইতে প্রভাতের শবদেহ ছিনাইয়া লইয়া খাটে শোয়াইল, তখন তাহার মেজ ভাইয়ের প্রেরিত হরিনাথ একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ব্যাগের মধ্যে মায়ের পেটের বড় আদরের ছোটভাই দাদার জন্য ঔষধ পাঠাইয়াছিল! ছোটভাই নিজে আসিল না, তাই বোধ করি বড় অভিমান করিয়া বড়দাদা চলিয়া গেল,—তাহার প্রেরিত ঔষধ খাইবার জন্য অপেক্ষা করিল না!

——০——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুইচারি দিন কান্নাকাটির পর ক্ষেত্রনাথের সংসার যে ভাবে চলিতেছিল, সেই ভাবেই চলিতে লাগিল। অশ্রুমতীকে দেখিলে আর চেনা যায় না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছে। চোখে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। দিনরাত কেবলই চোখ দিয়া জল পড়ে। বুকের পাঁজরা কয়খানি শুধু যেন চামড়ায় ঢাকা—ভিতরে মাংসপেশী সব যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। তবুও সে বাঁচিয়া আছে! একটু যত্ন করিলে হয় ত তাহার দেহে একটু মাংস লাগিত; কিন্তু কে যত্ন করিবে? অশ্রুমতী শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়া এক-পা কোথাও নড়িবে না। তাহার স্বামী যে শেষমুহূর্ত্তে তাহাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন,—"যত কষ্টই তোমার হ'ক না, তুমি আমার বাবার ভিটে ছেড়ে কোথাও থেক না।" এরূপ আদেশ করিবার কারণ ঘটিয়াছিল। পিতার অমতে প্রভাত তাহার শ্বশ্রুকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে আনিয়াছিল,—মুমূর্ষু প্রভাতের কেবলই মনে হইয়াছিল, পিতার নিষেধ অমান্য করার ফলেই সে মরিতে বসিয়াছে; তাই

এ পৃথিবী ত্যাগ করিবার সময় সে পত্নীকে এই অনুরোধ করিয়া গিয়াছে এবং অশ্রু সেই অনুরোধকে আদেশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। অথচ এখানে যত্ন করিবার কেহ নাই। এক বিধবা ননদ বিভা,—সে বৌদিদির ধার দিয়াও ঘেঁসিত না। শ্বশুর মাসের প্রথমে বিধবাকন্যার হাত দিয়া বধূকে দশটী করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন; এই ছিল অশ্রুর সারা মাসের খরচ,—চারিটি ছেলের দুধ জলখাবার, নিজের রাত্রির আহার। অশ্রু তাহাতেই মহা সন্তুষ্ট! এই দশ টাকা সে সাত রাজার ধন মাণিক বলিয়া মনে করিত। এই সামান্য কয়টি টাকার মধ্য হইতে সে আবার দুইটী টাকা গোপনে বসন্তকে পাঠাইয়া দিত।

কিছুদিন পরে বিভাবতী পিতাকে কহিল, "হ্যাঁ বাবা, বৌদিদিকে তুমি দশটা টাকা কি করতে দাও। আমাদের মত একটা বিধবার দু'টো পয়সায় যাহ'ক কিছু খেলেই রাত্ কেটে যায়। চারটে ছেলেমেয়ে বই ত নয়; গড়ে এক টাকা ক'রে চার টাকা, তার ওপর এক টাকা বেশী দিলে তার রাজার-হালে চলে যাবে।"

ক্ষেত্রনাথ কন্যার সদ্‌যুক্তি গ্রহণ করিয়া সেই মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। অশ্রুমতী কোন কথা কহিল না; কিন্তু কি করিয়া বসন্তকে টাকা পাঠাইবে,

ইহা ভাবিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে জননীর কাছে কখনও মুখ ফুটিয়া একটি পয়সাও চাহিত না, কিন্তু বসন্তর জন্য যে টাকা চাহিতেই হইবে, না হইলে তাঁহাদের যে অনাহারে দিন কাটিবে।

সেদিন অশ্রু তাহার বড়ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা,—ঠাকুরদাদা আর ছোটকাকার কাছে গেছ্‌লে ত? সব সময় তাঁদের কাছে কাছে থেক, তাঁদের কথা শুনো। তোমার ভাই-বোনদের সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আজ নিয়ে গেছ্‌লে ত?"

বালকটি ধীরে ধীরে কহিল, "হাঁ মা গেছ্‌লাম। আগে কাকাবাবুর কাছে গেলাম; কাকাবাবু তখন তাঁর ঘরে বসেছিলেন—কাকীমা সবাইকে খাবার দিচ্ছিলেন। আমরা যেতেই কাকাবাবু বল্লেন, 'তোরা এখানে কি করতে এয়েছিস্, নীচে যা'—আমি মা, তখনই ওদের নিয়ে চ'লে আস্‌ছিলাম। খোকাটা কিন্তু ভারি দুষ্টু, সে কিছুতেই আস্‌বে না। বুঝলে মা, সে ঐ দোরে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌ল—'আমি খাব' 'আমি খা'ব' ব'লে কাঁদতে লাগল। ওকে আমি আর কখ্‌খন নিয়ে যাব না ত। ওর জন্তে আমি শুধুশুধু কাকাবাবুর কাছে কাণমলা খেলাম। কাণটা এমন জ্বালা করছে মা!

সেদিন উঠনে প'ড়ে গিয়ে কাণটা ছ'ড়ে গেছ্‌ল রাত্তির থেকে সেটা পেকে উঠেছে। কাকাবাবু ত জানেন না; সেই কাণটাই ম'লে দিলেন—সে জায়গাটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল। এই দেখ না মা, এখনও রক্ত থামেনি। তুমি খোকাকে একটুখানি ধর, আমি কলের নীচে কাণটা পেতে দিইগে; তা'হলেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে, না মা?" এই বলিয়া খোকাকে মায়ের কোলের উপর বসাইয়া দিয়া, সে নীচে চলিয়া গেল। অশ্রুমতী দুই হাতে খোকাকে বুকের উপর চাপিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছু দিন পরে বিভা আসিয়া অশ্রুকে কহিল, "বউদিদি, তোমার ছেলেদের দৌরাত্ম্যে মেজদাদা বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। এমন করে ছেলেপুলেদের লেলিয়ে দিলে, মানুষ কি করে তেষ্ঠায় বলদিকি। কারু কিছু খাওয়ার যো নেই! যখনই কেউ কিছু খাবে, তখনই তোমার ছেলেরা গিয়ে সেখানে তাদের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। তাতে মানুষ খেতে পারে।"

অশ্রুমতী স্তম্ভিত হইয়া গেল! তাহার ছেলেপুলেরা পরকে খাইতে দেখিয়া হাঁ-করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে! সেই

ত এক দিনমাত্র তাহার অবুঝ খোকামণি একটু খাবারের জন্য তাহার কাকাবাবুর ঘরের দরজায় পড়িয়া আছড়া-পাছড়ি করিয়া কাঁদিয়াছিল। তাহার পর হইতে সে ত তাহাকে খাবারের সময় ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেছে। তবে কেন এ কথা উঠিল। পিতৃহীন, অনাথ-বালক এরা! এ কথা শুনিলে লোকে কি বলিবে! তাহারা নিশ্চয়ই মনে করিবে, অনাথ অপোগণ্ডগুলো নিজেরা খাইতে পায় না, পরকেও খাইতে দেয় না। তাহার শ্বশুর শুনিলেই বা কি মনে করিবেন! হা বিধাতঃ!

সে প্রকাশ্যে কহিল, "ঠাকুরঝি, মেজঠাকুরপো এখনও বোধ হয় যায় নি। ক'দিনের জ্বরে আমায় এমনি কাহিল ক'রে ফেলেছে যে, উঠে কোথাও যাবার শক্তি আমার নেই, তুমি আমার চারটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাও—মেজঠাকুর-পোকে গিয়ে বল, ওদের যা ইচ্ছে হয় শাস্তি করুক, যেন বাড়ী ছেড়ে চ'লে যায় না।"

তাহার ননদ কহিল, "সে আর মিছে বলা, মেজদা ও সব কোন কথা শুন্‌বে না। সে হুগলীতে বাড়ী ঠিক ক'রে এসেছে, আজই তারা চ'লে যাবে।"

অশ্রুমতী কাঁদিয়া কহিল, "আমার বাছাদের তবে কে দেখ্‌বে ঠাকুরঝি?"

বিভাবতী নাক সিঁটকাইয়া কহিল, "সে খবর আমি কি করে জানব বউদিদি,—কে আরার কাকে দেখে থাকে! এই আবার ছেলেমেয়ে দুটোকেই বা কে দেখ্ছে? তোমার সব তাতেই দেখ্ছি বাড়াবাড়ি; আর তাও বলি, মেজদাদার কি সংসারে আর কোন কাজ নেই কেবল পাঁচজনের ছেলেমেয়ে দেখেই বেড়াবে; এদিকে তুমি বল্ছ আমার কি হ'বে, ওদিকে বসন্তদাদা লিখ্ছে তার মেয়ের দুবেলা ভাত জোটেনা। তবু মেজ দাদাকে ভাল বল্তে হবে যে সে বসন্তদাদাকে কিছু কিছু করে দিচ্ছে। মেজদাদা আর ক'দিকে সামলাবে।" বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

প্রকাশ সন্ধ্যার সময় হুগ্‌লিতে পৌছিয়া স্বুবর্ণকে কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। কি মুস্কিলে পড়া গেছ্‌ল। ভাব দেখি, ওখানে থাক্‌লে কি আর রক্ষে ছিল,—বাবা ত চামারের বেহদ্দ, দাদার ছেলেমেয়েদের কি দেখ্‌ত, ও ক'টা ঠিক আমার ঘাড়েই পড়ত। খুব বেরিয়ে পড়া গেছে, কি বল?"

তাহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "তা আর বল্‌তে। তোমার দাদার বৌটি বড় সোজা লোক নন; ছেলেমেয়েগুলোকে কেমন গড়ে-পিটে তৈরী করেছিল

দেখেছ। গাল দাও, মার, সেই তোমার কাছে কাছে ঘুর্‌ত। হা'ঘরের দশা হ'লে ঐ রকমই হ'য়ে থাকে।"

প্রকাশ কহিল, "সে যা হবার, তা হ'য়ে গেছে।"

তাহার স্ত্রী কহিল, "হ'য়ে গেছে কি বল্‌ছ; আমি বলে রাখ্‌ছি, ওরা ঠিক এখানে এসে জুটে যাবে।"

প্রকাশ অবজ্ঞাভরে কহিল, "তা আর হ'তে দিচ্ছিনে। এ বাড়ীতে ঢুক্‌লেই মেরে বিদেয় করব; অত মায়া কর্‌তে গেলে পরের জঞ্জাল বয়ে বয়েই সারাজীবনটা যাবে।"

——:——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রকাশ বাড়ী ত্যাগ করিবার কিছু দিন পরে সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রনাথ তাহার এ-পক্ষের ছোট দুইটি ছেলেকে মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোর সম্মুখে বসিয়া পড়া বলিয়া দিতেছিলেন, অশ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র গিয়া সেখানে দাঁড়াইতেই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তভরে কহিলেন, "তুই আবার এখানে কি করতে এসেছিস্—তোকে না সেদিন বারণ ক'রে দিয়েছি, আমার এ ঘরের মুখো হবিনি। ফের এয়েছিস্ যে! আচ্ছা হতভাগা ছোঁড়া ত। কথা বল্লে যেন গ্রাহ্যই নেই। দাঁড়িয়ে রইলি যে, চাস্ কি ?"

ঠাকুরদাদার এই রূঢ় সম্ভাষণে বিমল হতবুদ্ধির মত হইয়া গিয়াছিল। যে কথা সে বলিতে আসিয়াছিল, ভয়ে তাহা বলিতে পারিল না; কিন্তু না বলিলেও যে নয়। তাহার জননীর পীড়া যে বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। অতি ভয়ে ভয়ে সে কহিল, "দিদিমা বলে পাঠালেন, মার বড্ড অসুখ, মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাতে।"

ক্ষেত্রনাথ বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া, ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "তোর দিদিমা আমার ঢের টাকা দেখেছে না, তাকে বল্‌গে যা, তাদের খেতে দিচ্ছি এই ঢের, ডাক্তার, ওষুধ, ওসব খরচ আমি জোগাতে পার্‌ব না।"

বিনয় মুখখানি কালি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার দিদিমাকে গিয়া বলিল, "দাদাবাবু বল্‌লেন, ডাক্তার ডাক্‌তে তিনি পারবেন না।"

অশ্রুর জননী বিনয়ের কথার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয় ত বেয়াই এখন কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই ও কথা বলিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি ডাক্তার ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই ভাবিয়া অশ্রুর ননদকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অশ্রু মাথার বিষম-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে জননীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "কেন তুমি মা অমন ব্যস্ত হ'চ্ছ,—এ রকম মাথার যন্ত্রণা আমার রোজই হয়; আজ একটু বেশী হ'য়েছে। ও সেরে যাবে'খন—আমার শ্বশুরকে মিছিমিছি কষ্ট দিও না; ডাক্তার ডেকে কি হবে মা?"

জননী কন্যার কথায় কাণ দিলেন না। অশ্রুর ননদ

তখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "মা তুমি একবার বেয়াইমশায়কে গিয়ে বল, অশ্রুর আমার বড় অসুখ ; ডাক্তারকে একবার যেন ডেকে পাঠান।"

অশ্রুর ননদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বাবাকে আমি ওসব কিছু বল্‌তে টল্‌তে পার্‌ব না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

অশ্রুর জননী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি যেন তাঁহার নিজের চোখকাণকে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। অশ্রু আবার তাহার জননীকে কহিল, "কেন মা, তুমি অমন করছ। আমার শ্বশুর শোকাতাপা মানুষ, তাতে বয়েস হ'য়েছে ; তিনি একটুতেই রেগে যান। তাঁকে আর এ রাত্তিরে বিরক্ত ক'র না," এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া অশ্রু যেন হাঁপাইতে লাগিল। মাথার যন্ত্রণায় সে আরও বেশী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অশ্রুর জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিনয়কে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই বেয়াইয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন ; এই প্রথম তাঁহার বেয়াইকে অনুরোধ। তিনি বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনয় ভিতরে গিয়া সভয়ে ডাকিল, "দাদাবাবু!"

ক্ষেত্রনাথ ধমক দিয়া কহিলেন, "এ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা ভারি জ্বালিয়ে তুললে দেখছি। কেবল দাদাবাবু, আর দাদাবাবু!—কি হ'য়েছে? তোর মার জন্যে এই রাত্তিরে সাহেব ডাক্তার আন্‌তে হবে না কি?"

বিনয় কম্পিতকণ্ঠে শুধু বলিল, "দিদিমা আপনাকে কি বল্‌তে এসেছেন।"

ক্ষেত্রনাথ মহাবিরক্তির সহিত দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দরজায় পাশে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। অনুমানে বুঝিলেন, তাঁহার বেয়ান। তিনি একটু জোর গলায় কহিলেন, "কেন আমাকে বারবার বিরক্ত কর্‌ছেন। আমি ত একবার বলে দিয়েছি, ডাক্তার ওষুধের খরচ আমি জোগাতে পার্‌ব না। এই আমার মেয়েটা বিধবা হ'তেই তার শ্বশুর তাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। বিধবা বউকে ক'জনে ভাত দিয়ে থাকে? আমি যে দিচ্ছি, এইটাই আপনার যথেষ্ট মনে করা উচিত; তার ওপর আবার ডাক্তার, ওষুধের কথা কি ব'লে বল্‌তে এসেছেন।"

অশ্রুর জননী আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইলেন না। কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, দুই হাতে বুক চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন।

এ যাত্রা অশ্রুমতী বাঁচিয়া গেল। অমন বিধবার প্রাণ

কি শীঘ্র বাহির হইতে চায়! এরা যদি মরিবে, পৃথিবীতে কষ্টভোগ করিতে কে রহিবে!

অশ্রুমতী এখন একটু উঠিয়া-হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে। সেদিন বেলা প্রায় বারটা। বাড়ীর সকলেরই খাওয়া হইয়া গিয়াছে। অশ্রুর তখনও আলোচালের ভাত কয়টি নামে নাই। উনানের উপর ভাতের হাঁড়িটি চাপাইয়া, উনানের ধারে গালে-হাত দিয়া সে বসিয়াছিল। এমন সময় তাহার সেজ দেবর আসিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বউদিদি, শীগ্‌গির এই পান ক'টা সেজে দাও ত।" বলিয়া গোটা কয়েক পান তাহার হাতে ফেলিয়া দিল।

অশ্রু কহিল, "একটু পরে দিলে হ'বে না? ভাত ক'টা নামিয়েই যাচ্ছি।"

তাহার সেজ দেবর রুক্ষস্বরে কহিল, "অত দেরী সইবে না, তুমি দেবে কি না বল?"

দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্রু পান কয়টি লইয়া উঠিয়া গেল। তখন ভাতের জল প্রায় মরিয়া আসিয়াছিল। পান সাজিয়া ফিরিয়া আসিয়া অশ্রু দেখিল, ভাত কয়টি একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। সেই পোড়া-ভাতের গন্ধ পাইয়া তাহার ননদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ে অশ্রুর মুখ শুকাইয়া গেল,—বুঝি বা কি অনর্থ ঘটিয়া বসে! কিন্তু

সেদিন ভাগ্যদেবতা অশ্রুর উপর কি হেতু প্রসন্ন ছিলেন ; তাই তাহার ননদ কহিল, "আহা, ভাত ক'টা তোমার পুড়ে গেল বউদিদি ! যাই, দু'মুটো চাল আর একটা আলু এনে দিই। কাল একাদশী, আজ দুটো না খেলে বাঁচবে কি করে।"

অশ্রুর ননদের এ পরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। বিবাহের পর তাহার কন্যা প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। ছয়মাসের উপর হইয়া গেল তাহাকে আর আনা হয় নাই। কন্যা মাতার নিকট আসিবার জন্য বার-বার চিঠি লিখিতেছে। ক্ষেত্রনাথকে এ কথা দুই তিন দিন সে জানাইয়াছে—দুই তিন দিনই তিনি বলিয়াছেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন, বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী থাকাই দরকার।" আজ সকালে সে আবার তাহার কন্যার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে। তাহার কন্যা আসিবার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিয়াছে। এই কথা পিতাকে জানাইতে গেলে, তাহার পিতা বিধবা-কন্যার মুখের উপর বলিয়া-ছিলেন, "দেখ, এই এখন এক বচ্ছরও হয় নি, প্রায় এক হাজার টাকা খরচ ক'রে তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে তাকে আনবার জন্যে এত তাড়া-হুড়ো কেন ? এখানে এলে খেতে তার খরচ লাগবে না ?

পিতার এইরূপ অপ্রিয় কথাগুলি তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল, এবং সেই আঘাত তাহাকে অশ্রুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

ক্ষেত্রনাথের শয়নকক্ষের ঠিক পাশেই ভাঁড়ার, অশ্রুর ননদের কাছে সেই ঘরের চাবি থাকিত। সে চাবি খুলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া চাউল বাহির করিতেছিল, এমন সময় ও ঘর হইতে ক্ষেত্রনাথ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ভাঁড়ারঘরে কে রে?"

বিভা উত্তর করিল, "আমি।"

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, "এমন সময় ভাঁড়ারঘরে কি দরকার?"

সে কহিল, "বউদিদির ভাতগুলো পুড়ে গেছে, তাই তার জন্তে হুমুটো চা'ল নিতে এসেছি বাবা।"

তিনি কহিলেন, "একটু সাবধান হ'লে অতগুলো চা'ল ত নষ্ট হ'ত না। শ্বশুরের চা'লের কি দাম নেই। আচ্ছা, এবারকার মত নিয়ে যা। তবে একটা কাজ করবি, ভাঁড়ারের চাবিটা আজ থেকে আমার কাছে রেখে যাবি।"

অশ্রুর ননদ দরজা বন্ধ করিয়া, চাবিটি পিতার নিকট পৌছাইয়া দিয়া কহিল, "বাবা, একটা আলু নিয়ে যাই।"

তাহার পিতা রুক্ষস্বরে কহিলেন, "ও বেলার আলু হিসেব করা আছে, ওর থেকে নিলে চল্‌বে না। বিধবা মানুষের রোজ অত তরকারী খাবারই বা দরকার কি? একদিন নুন দিয়ে ভাত খেতে পারে না।" বিভা আর কিছু না বলিয়া ম্লানমুখে নীচে নামিয়া গেল।

হায় রে সংসার, এখানে স্নেহ মায়া দয়ার স্থান নাই। বিধবা পুত্রবধূর আহার সম্বন্ধে এরূপ কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রমিত্রের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায় না! এত বড় সংসারে পরের জন্য চিন্তা করে এমন মানুষ যে অত্যন্ত বিরল, না হইলে কি ক্ষেত্রনাথের মত পাষণ্ড এখনও সদর্পে প্রকাশ্য রাজপথে বিচরণ করিতে পারে!

---o---

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকাশের শ্বশুর হুগলীর বড় উকীল। তাঁহারই আশ্রয়ে প্রকাশ সেইখানে ওকালতি আরম্ভ করিল। সে দিন আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া কাপড় জামা খুলিতে খুলিতে সে পত্নীকে কহিল, "ভারি মুস্কিলে পড়া গেল যে।"

সুবর্ণ বিরক্ত ভরে কহিল, "তোমার বাবা বুঝি সেই ছোঁড়াগুলোকে এখানে ঠেলে দিচ্ছেন। আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি সেই হাবাতের দলকে যদি এখানে যায়গা দাও আমি তখনই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।"

প্রকাশ চাপকান খুলিয়া চৌকীর উপর রাখিয়া হাসিমুখে কহিল, "আমাকে এত বোকা পাওনি যে আমি দাদার ছেলেপুলেকে এখানে নিয়ে আস্‌ব। তাদের কথা হ'চ্ছে না।"

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে?"

কথাটা সোজা ভাবে বলিবার সাহস প্রকাশের ছিল না। অথচ না বলিলেও চলিবে না। তাহার জেঠা মহাশয়ের পুত্র বসন্তচন্দ্র কালই যে সপরিবারে এখানে আসিয়া উঠিবে। তাহার সেই জেঠা মহাশয়ই যে তাহার সৌভাগ্যের কারণ। ক্ষেত্রনাথ এ বিবাহের একেবারে

বিরোধী ছিলেন, কেবল তাহার জেঠা মহাশয়ের একান্ত জিদ ও আগ্রহেই সে এ হেন স্ত্রী লাভ করিয়াছে এবং শ্বশুরের কৃপায় সমসাময়িক উকীলের দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহা হউক দুপয়সা রোজগার করিতেছে। আজ সেই জেঠামশায়ের পুত্র আশ্রয়হীন। তাঁহাকে সে কি করিয়া বলিবে, তোমার এখানে স্থান হইবে না। যে প্রকাশ নিজের বড় ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের আশ্রয় দিতে বিমুখ, হঠাৎ কি কারণে যে তাহার বসন্তর উপর দয়া হইল, তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে সংসারে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নূতন নহে, অতি বড় পাষণ্ডেরও মনে সময়ে সময়ে দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। কেন হয় তাহা এক অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

প্রকাশ কথাটা এই ভাবে পাড়িল, "দেখ এখানে দেখছি রাতদিনের ঝি পাওয়া মুস্কিল, খোকাকে নিয়ে মাঝে মাঝে তোমার ভারি কষ্ট হয়, তাই বলছিলাম এক কাজ করলে হয় না?"

সুবর্ণ কহিল, "কি?"

প্রকাশ কহিল, "বসন্তদাদাকে ত তুমি জান;—তার বাবার জন্তেই তোমাকে আমি পেয়েছি—শুনছিলাম, বসন্ত দাদার ঘর দোর সব পড়ে গেছে, সে খেতে পাচ্চে না"

সুবর্ণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তাকে এখানে জায়গা দিতে চাও না কি ?"

প্রকাশ স্ত্রীর এই প্রশ্নে ভীত হইয়া কহিল, "জায়গা শুধু শুধু দেব না। দাদা সকালে ও রাত্রে আমার লেখাপড়া করবে, দুপুর বেলা যাহ'ক একটা কাজ জুটিয়ে নেবে। আর তার বউ বাড়ীর সব কাজকর্ম্ম করবে,—তোমার যে রকম শরীর তাতে তোমার একেবারে বিশ্রাম দরকার ;—দাদার একটা মেয়ে বই ত নয়, সে-ও বড় হ'য়ে উঠেছে, তোমার খোকাকে নিয়ে বেড়াবে। ঝি রাঁধুনীর পেছনে যে রকম খরচ হয়, তার চেয়ে কম খরচই পড়বে, অথচ কাজ ঢের বেশী পাওয়া যাবে। অবশ্যি তুমি যদি সুবিধে বোঝ, তা হ'লে তাদের আনাই ;—না হ'লে আর কি হবে।"

সত্যই প্রায় মাসাবধি হইতে, রাঁধুনী ও ঝির জন্য সুবর্ণ বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে রাঁধিতে হইয়াছে এবং ঝির অভাবে কোলের ছেলেটিকে লইয়া সে ভারি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কেন না, এখনকার দাসী চাকরের ওপর ত কোন জোর চলে না। তাহারা বড় লোকের চোখরাঙ্গানিতেও ভয় পায় না ; কেহ তাহাদের এক কথা বলিলে, তাহারা দশ কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। তাই কিছুক্ষণ ভাবিয়া সুবর্ণ দেখিল যে, তাহার স্বামী

যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছে, তাহা মন্দ, নহে। ঝি চাকরের মত ত তাহারা যখন ইচ্ছা তখন চলিয়া যাইতে পারিবে না। সে কহিল, "তা যা ভাল বোঝ কর, আমি আর কি বলব। শেষ কালে মেয়েটা ত ঘাড়ে পড়বে না? এই যা ভয়।"

এইবার প্রকাশের মুখে হাসি দেখা গেল। সে হাসিয়া কহিল, "ঘাড়ে না নিলেই হ'বে। সে ত তোমার আমারই হাতে।"

স্নুবর্ণ কহিল, "তা হ'লে তাদের আস্‌তে লিখে দাও।"

প্রকাশ কহিল, "শুন্‌লাম, তারা দুবেলা খেতে পাচ্চে না, তাই ভাবচি, চিঠি না লিখে একটি লোক পাঠিয়ে দিই। তা হ'লে কাল সকালেই তারা এসে পৌঁছতে পারবে।"

স্নুবর্ণ কহিল, "তাই কর।"

বসন্ত আসিবার দিন সাতেক পরে ক্ষেত্রনাথের স্নুযোগ্য পুত্র প্রকাশচন্দ্র তাহাকে কহিল, "দেখ দাদা, বসে খেলে ত চল্‌বে না। যাহ'ক একটা কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে হবে। দেশে যখন ফের্‌বার উপায় নেই, এখানে যা'হ'ক একটা কিছু জুটিয়ে নাও, আমার শ্বশুর মশায়ও সেই কথা বল্‌ছিলেন।"

বসন্তও খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমিও

তোমাকে তাই বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছিলাম। এখানে ত কারুর সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই, তুমি যদি একটা কাজ জোগাড় করে দাও; ইংরেজি লেখা পড়া ত শিখিনি বাঙ্গালাও সামান্ত জানি, তা জমিদারী সেরেস্তার কোন কাজ কর্ম্ম হ'লে যাহ'ক ক'রে চালাতে পারব।"

প্রকাশ তখন আইন-পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিল; দুই চারিখানি পাতা উল্টাইবার পর পুস্তকখানির উপর চোখ রাখিয়া খুব গম্ভীর হইয়া কহিল, "দেখ দাদা, এখানে আমার একটা মান-সম্ভ্রম আছে, আমি যে কারুর কাছে গিয়ে তোমার জন্তে চাক্‌রীর কথা বল্‌ব, তা' হ'তে পারে না। তুমি পাঁচ জায়গায় ঘুরে কোন একটা কাজের সন্ধান কর—তারপর আমি কাউকে দিয়ে বলিয়ে দেব।"

বসন্ত কহিল, "আচ্ছা, তাই ঘুরে দেখি।"

প্রকাশ পা দু'খানি নাড়িতে নাড়িতে ও মাথা দুলাইতে দুলাইতে কহিল, "দেখ দাদা, যেখানে চাক্‌রীর খোঁজ কর্‌তে যাবে, সেখানে কিন্তু আমার পরিচয় দিও না।"

বসন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দিন দুই পরে প্রকাশ আবার তাহার দাদাকে কহিল, "চাকরীর কি হ'ল?"

বসন্ত কহিল, "কৈ কিছু সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারি নি ত। রোজই ত সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ঘুরে বেড়াই—কিন্তু চাকরীর ত কোন সন্ধান কর্‌তে পার্‌ছি নি।"

প্রকাশ মুখ ভার করিয়া কহিল, "একটা ত কিছু করা চাই। হাত-পা থাকৃতে যে খেটে না খায়, তাকে বসিয়ে খাওয়ান পাপ। এই জন্তেই ত আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। একজন রোজগার কর্‌বে, আর পাঁচজন তার ঘাড়ে চেপে খাবে। তুমি যদি লেখাপড়া শিখ্‌তে, তা হ'লে কখনও এমন ক'রে বসে খেতে পার্‌তে না। স্কুল কলেজে না পড়ার এই দোষ।"

নিবারণ মুখুয্যে সে দিন উপস্থিত ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ কহিল, "তুমি কি বল হে নিবারণদা, যা বল্‌লাম ঠিক কি না ?"

নিবারণ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, তোমরা লেখা-পড়া শিখে মস্ত লোক হ'য়েছ, তোমাদের ও সব কথা আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ব না হে।"

প্রকাশ আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "তোমরা যদি সে সব বুঝ্‌তে পার্‌তে, তা' হ'লে কি আজ দেশের এই অবস্থা হয়! দেখ দাদা, তোমাদের যে হু'টো খেতে দিতে

পারি না, তা নয়; তবে যেটাকে আমি পাপ বলে মনে করি সেটাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি নি।"

নিবারণ আর সহ্য করিতে পারিল না, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "দেখ প্রকাশবাবু, ও কথাগুলো তোমার মুখে শোভা পায় না। তুমি কার পয়সা খাচ্চ!" এই বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রকাশ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

বসন্ত কাঁধে চাদরখানি ফেলিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে তখনই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে আর বেশী দূর যাইতে পারিল না,—নিকটেই এক রকের উপর বসিয়া পড়িল। চাদরখানি দিয়া মুখের ঘাম মুছিতে লাগিল। তাহার চোখ-মুখ দিয়া তখন যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল! একে একে সেদিনকার ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল, যে দিন তাহার ঘর-দোর সব ভাসিয়া গেল—সেদিনকার কথা,—সে তাহার স্ত্রী-কন্যার হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়ায়,—সেদিনকার কথা। সে সময়ের পথের ভীষণ কষ্টের কথা মনে করিয়া তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

একবেলা সম্পূর্ণ অনশনে, সিক্তবস্ত্রে, এক হাঁটুর উপর জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অর্দ্ধমৃত স্ত্রী, কন্যার হাত ধরিয়া দীর্ঘ পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছান! শুধু আশ্রয় পাইবে এই আশায় তাহারা এই দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছিল! কিন্তু সে সব কথা ভাবিবার সময় কোথায়? প্রকাশ বলিয়াছে, তাহাদের খাইতে দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়! সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। পথ চলিতে চলিতে আকুল হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

———o———
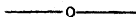
অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেদিন রাত্রি ৮টার সময় ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশের হাতে দুইটী টাকা দিয়া বসন্ত কহিল, "মাস কাবারে বাকি আট টাকা দেব। দশ টাকার বেশী মাইনের চাকরী আমার মত মুখ্যু লোকের জোটাই অসম্ভব। তুমি এই নিয়ে আমাদের তিনটে প্রাণীকে দুমুটো খেতে দিও।"

প্রকাশ সপ্রতিভভাবে কহিল, "কিছু আনলেই হ'ল; তুমি ত কোন কাজই জান না, কাজ শেখ, মাইনে বাড়বে। ও টকো দু'টো আমি নিয়ে আর কি করব, তুমি বাড়ীর ভেতর দাও গে।"

বসন্ত টাকা দুইটি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, প্রকাশ ডাকিয়া বলিল, "কোথায় চাকরী হ'ল?"

বসন্ত কহিল, "বাজারে, নব মুদির দোকানে।"

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ করতে হ'বে?"

বসন্ত কহিল, "দোকানের খাতা লেখা আর তাগাদা করা।"

প্রকাশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,

"সেখানে কাজ না নিলেই ভাল করতে ; আমাদের বাড়ীর জিনিষ যে ঐ দোকান থেকে আসে।"

বসন্ত কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "সে জন্যে তোমার কোন ভাব্না নেই, নব মুদিকে বলেছি, আমি প্রকাশবাবুর দেশের লোক, তাঁর আশ্রয়ে আছি।"

একদিকে ক্ষেত্রনাথ কর্ত্তৃক পিতৃহীন পৌত্রদের এবং পতিহীন পুত্রবধূর উপর নির্য্যাতন এবং অন্য দিকে তাঁহারই পুত্র প্রকাশচন্দ্র কর্ত্তৃক সহায়-সম্বল-হীন, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর উপর মর্ম্মান্তিক বাক্যবাণের নিয়ত বর্ষণ সমানভাবে চলিতে লাগিল। জানি না, এই দুই পিতা পুত্রের অপেক্ষা মানুষ আরও কত হীন হইতে পারে!

ইহারই দিন কতক পরে, স্যাকরা প্রকাশের হাতে এক-জোড়া নূতন বালা আনিয়া দিল। বেলা তখন প্রায় নয়টা, প্রকাশ সেই বালা দুই গাছি হাতে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "সরো, তোর বালা এসেছে যে।"

"কই বাবা, কই বাবা," বলিতে বলিতে সরোজিনী ছুটিয়া আসিল।

বসন্তর কন্যা সর্ব্বমঙ্গলাও সরোজিনীর পিছন পিছন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ বালা দুইগাছি কন্যার হাতে পরাইয়া দিয়া বলিল, "বেশ হ'য়েছে, যা ওপরে গিয়ে

তোর মাকে দেখিয়ে আয়গে।” এই বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সরোজিনী ছুটিয়া উপরে যাইতেছিল, সর্ব্বমঙ্গলা ডাকিয়া বলিল, “দাঁড়া না ভাই সরো, আমি একবার দেখি কেমন বালা হ’ল।”

সরোজিনী তেমনই ছুটিতে ছুটিতে অবজ্ঞাভরে কহিল, “তুই আবার বালার কি দেখ্‌বি!”

সর্ব্বমঙ্গলা মুখখানি চুণ করিয়া রান্না ঘরে গিয়া চোকাটের উপর বসিল। তাহার জননী তখন ভাতের ফ্যান গালিতে-ছিলেন কন্যার আগমনবার্ত্তা জানিয়াও সেদিকে মুখ ফিরাইতে পারিল না। ফ্যানগালা শেষ হইলে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ’য়েছে রে মঙ্গলি?”

মঙ্গলা বিষণ্ণ-স্বরে কহিল, “কিছু হয় নি মা!”

জননী তখন উনানের উপর কড়াটি চাপাইয়া দিল।

খানিক পরে মঙ্গলা বলিল, “আজ কাকাবাবু সরোকে কেমন সুন্দর এক জোড়া বালা এনে দিয়েছে। বালা গড়্‌তে অনেক টাকা লাগে, না, মা?”

কড়ার তেল তখন বেশ তাতিয়া উঠিয়াছিল। জননী

তাহাতে তরকারী ছাড়িয়া দিয়া তাহাই নাড়াচাড়া করিতে ব্যাপৃতা হইল, কন্যার কথায় মনোযোগ দিল না।

এমন সময় সরোজিনী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, তোমাকে দেখাতে পাঠালে জ্যাঠাইমা; কেমন বালা হ'য়েছে দেখ দিকি।"

মঙ্গলার জননী উনানের উপর হইতে কড়াটি নামাইয়া হাত ধুইয়া সরোজিনীর নিকটে দাঁড়াইয়া বালার দিকে চাহিয়া কহিল, "বেশ মানিয়েছে।"

মঙ্গলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভারি ইচ্ছা হইতে লাগিল, বালাটি একবার স্পর্শ করিয়া দেখে, তাহাতে কত সুখ! তাহার সেই ইচ্ছা, এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, বালিকা ধীরে ধীরে সেই দিকে হাত বাড়াইল।

সরোজিনী দুই পা সরিয়া গিয়া কহিল, "যা যা হাত দিস্ নি।"

মঙ্গলা ছলছল-নেত্রে হাতখানি টানিয়া লইল।

সপ্তাহখানেক পরে মঙ্গলা তাহার কাকাবাবুর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কাকাবাবু, বাবা আমায় শাঁখা গড়িয়ে দিয়েছে।"

প্রকাশ একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া মুখ নত করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মঙ্গলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুষ্কমুখে ভিতরে চলিয়া গেল।

সরোজিনী উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দেখি রে মঙ্গলি, তোর কেমন শাঁখা হ'য়েছে।"

মঙ্গলা হাতখানি তুলিয়া ধরিল। সরোজিনী শাঁখা দুই গাছি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, "ছাই!"

মঙ্গলা ম্লান-মুখে কহিল, "আমার ভাই, এই ভাল।"

"খুব ভাল" বলিয়া সরোজিনী আবার উপরে চলিয়া গেল

রাত্রে প্রকাশ বসন্তকে ডাকিয়া কহিল, "শাঁখা গড়ালে কোত্থেকে?"

বসন্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তোমার স্যাকরাই গড়িয়ে দিয়েছে, মাসে মাসে দুই এক টাকা ক'রে শোধ ক'রে দেব।"

প্রকাশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "দশ টাকা ত মাইনে পাও, কোত্থেকে শুধবে?"

দ্বারের অন্তরাল হইতে সুবর্ণ তেমনই চাপা গলায় কহিল, "শুধবেন তোমার ঘাড় দিয়ে! উনি কি জানেন না এখানে তোমার বাপ ঠাকুরদাদার বিষয় নেই।"

প্রকাশ দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার এতটুকু আক্কেল নেই দাদা !"

সুবর্ণ কহিল, "কালই স্যাকরাকে ডেকে বলে দেবে, শাঁখার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।"

সে দিন রাত্রে বসন্ত ও তাহার পত্নী অনাহারে পড়িয়া রহিল, ভাতগুলো কিছুতেই গিলিতে পারিল না।

উজ্জ্বল আলোকের পাশে একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া সুবর্ণ কি একখানা বই পড়িতেছিল, প্রকাশ শ্বশুর-বাড়ী মক্কেলের কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া পত্নীর পাশে বসিয়া কহিল, "বাবা যে নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন।"

সুবর্ণ বই হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, "সে খবর আমি তোমার আগেই পেয়েছি। তোমার বাবার বাড়ী একবার বেড়িয়ে আস্‌বে না ?"

প্রকাশ মুখ কালি করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে ও বাড়ীর ত কোন সম্বন্ধ নেই।"
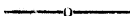
নবম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রনাথ এতদিন ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেন। সম্প্রতি তিনি নূতন দ্বিতলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিলেন। অশ্রুমতী গৃহের নীচের একটি ঘর বাসের জন্য প্রাপ্ত হইল। পিতৃহীন সন্তান কয়টিকে সঙ্গে করিয়া সেই কক্ষে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন বহু চেষ্টাতেও সে আপনাকে সামলাইতে পারিল না। স্বামী হারাইবার পর এই প্রথম সে চীৎকার করিয়া কাঁদিল। মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এতদিন যে শোক তুষের আগুনের মত ভিতরে ভিতরে তাহাকে অহরহঃ দগ্ধ করিতেছিল আজ তাহা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মায়ের দেখাদেখি ছেলেমেয়ে কয়টিও তাহার আশে পাশে পড়িয়া গড়াগড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার দ্বাদশবর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্রটি এক একবার চোখের জল মুছিতে মুছিতে মায়ের মাথায় তাহার কম্পিত হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "মা, ও মা, কেঁদনা মা।"

ক্ষেত্রবাবু তখন তাহার দুই তিনটি বন্ধুকে বাড়ী

দেখাইতেছিলেন। বধূর চিৎকারে তিনি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, এই শুভদিনে অশ্রু অমন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া যেন বাড়ীতে অমঙ্গলের সৃষ্টি না করে। দেবর আসিয়া একথা বলিবামাত্র অশ্রু কান্না রোধ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সত্যই মনে হইল, কাজটা সে ভাল করে নাই। দুঃখকষ্ট যাঁহার কাছে সে নিবেদন করিবে, তিনি ত চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে এখন বহুদূরে— যুগান্ত ব্যাপিয়া অহরহঃ চীৎকার করিলেও যে সে আর্ত্তনাদ তাঁহার কাণে পৌঁছিবে না; বাড়ীর আর পাঁচজনের কেন তবে সে অমঙ্গলের কারণ হয়। সারা বুকটা তাহার ত খালি পড়িয়া আছে। এতদিন যেমন নিঃশব্দে সেখানে কাঁদিয়াছে, তেমনই নিঃশব্দে কাঁদিয়া যাইবে—সেখানে কাহারও অমঙ্গল সৃষ্টি করিবার ভয় নাই, বাধা দিবারও কেহ নাই, নিষেধ করিবারও কেহ নাই!

অশ্রুর বিধবা-ননদ আসিয়া তাহার নিকট বসিল। তাহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বউদিদি, তোমার ত তবু থাক্‌বার একটু স্থান হ'ল,— আমার—" তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অশ্রু খানিকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ যে আমার চেয়েও অভাগিনী! শ্বশুরের ভিটায় পড়িয়া থাকিবার অধিকার হইতেও এ যে বঞ্চিতা! তাহার পর সে ধীরে ধীরে কহিল, "ঠাকুরঝি, আমরা দু'টি বোন এই ঘরটিতেই থাক্‌ব।" এই বলিয়া অশ্রু তাহার ননদকে নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া তাহার ননদ ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে কাঁদিতে লাগিল। এই স্নেহময়ী বউদিদিকে সে যে বার বার কত আঘাত করিয়াছিল! সেই ত পিতাকে বলিয়া বউদিদির রাত্রের খাবারের পয়সা,—অনাথা ভাইপো-ভাইঝিদের জল-খাবারের পয়সা কমাইয়া দিয়াছিল। হায়! কেন তাহার অমন দুর্ম্মতি হইয়াছিল।

তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। অশ্রুর বড় মাসি ঐ পাড়ায় তাঁহার ছোট মেয়েটিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার পথে অশ্রুর শ্বশুরবাড়ী নামিয়া, অশ্রুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কেমন আছিস্ অশ্রু?" অশ্রু তখন তাহার কোলের ছেলেটি ও তাহার উপরের মেয়েটিকে ধরিয়া বসিয়াছিল। মাসিমা ঘরে প্রবেশ করিতেই, সে তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া

গিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। ছেলেমেয়ে দুইটি ছাড়া পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল, অশ্রু তাহাদের আবার ধরিয়া ফেলিল। তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "মা, ভাত খাব, ক্ষিদে।"

মাসিমা কহিলেন, "এত বেলা হ'ল এখনও ওদের খেতে দিস্‌নি! আহা, দুধের বাছাদের এমন ক'রে কষ্ট দিতে আছে মা! আমি ব'সে আছি, তুই বাছা, আগে ওদের খাইয়ে নিয়ে আয়। আহা দেখ দিকি ওদের মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে!"

অশ্রু কহিল, "খাবে'খন মাসিমা, তুমি একটু বস, ওদের রোজই এমনই বেলা হয়। দেরীতে খাওয়া ওদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে; এখন আর তেমন কষ্ট হয় না, শুধু কাঁদে; ও কিছু না।"

মাসিমা অবাক হইয়া বলিলেন, "তুই হ'য়েছিস্ কি, ওদের কান্না দেখেও তোর কষ্ট হয় না?"

অশ্রু কহিল, "কষ্ট হ'লে চল্‌বে কেন মাসিমা।"

মাসিমা কহিলেন, "তা ওদের শুধু শুধু এ কষ্ট দেওয়া কেন; ভাত কি সকাল-সকাল হয় না?"

অশ্রু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "তা হয় মাসিমা।"

মাসিমা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এ বলে কি? প্রকাশ্যে কহিলেন, "তোদের বাপু ঐ একটা মস্ত দোষ। এখনকার মেয়েদের যেন সবই কেমন উল্টো। আমার খুকিটাও ঠিক তোরই মত,—ছেলেমেয়ে দুটোকে কিছুতেই সময়ে খাওয়াবে না। তার শাশুড়ী সেই জন্যে কত বকাবকি করেন। তোকে ত আর তাড়া কর্‌বার কেউ নেই। যা, চুপ করে রইলি যে, খাইয়ে নিয়ে আয়, আমি ব'সে আছি।"

অশ্রু তবুও ধীরে ধীরে কহিল, "ওদের যে এখনও খাবার সময় হয়নি মাসিমা।"

মাসিমা দুই গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তুই তো অবাক করলি! দুপুর বাজে, এখনও ওদের সময় হয় নি। পিত্তি পড়িয়ে একটা অসুখ না বাধিয়ে তুই দেখছি ছাড়বিনি।"

অশ্রুর ননদ তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গড় হইয়া মাসিমাকে প্রণাম করিল। মাসিমা তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "ভাল আছ ত মা, তোমার ছেলেমেয়ে দু'টি বেশ ভাল আছে?"

বিভা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "হ্যাঁ মাসিমা! আপনাদের বাড়ীর সবাই ভাল ত?"

মাসিমা উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ মা।" অশ্রুর ছেলেমেয়ে দু'টি তখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, জননীর হাত ছাড়াইয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। মাসিমা এবার সত্যই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা অশ্রু, তোর কি রকম আক্কেল বল্ ত? এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্, একটু নড়্‌বার নাম নেই—ছেলেমেয়ে দু'টো যে গেল।"

অশ্রু তবুও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ননদ কহিল, "মাসিমা, এখনও যে বাবা আর তাঁর ছেলেদের খাওয়া হয়নি। তাদের খাওয়া না হ'লে ওদের খাওয়াবার হুকুম নেই; বউদিদি কি ক'রে খাওয়াতে নিয়ে যাবে।"

মাসিমা এ কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অবাক হইয়া উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অশ্রু কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার ননদ বাধা দিয়া কহিল, "দেখ মাসিমা, বউদি রোজই ঐ এক কথা বলে—উনি শোকাতাপা মানুষ,—ওঁর যা হ'য়েছে, তা আর কেউ বুঝ্‌তে পারবে না,—তা ত সব বুঝ্‌লাম। আচ্ছা, তুমিই বল ত মাসিমা, যত শোক এই কচি-ক'টার

বেলা! নিজের ছেলে তিনটিকে রোজ কাছে নিয়ে বসিয়ে মাছ রাঁধিয়ে খাওয়ান ত। বউদিদির বড় দুই ছেলে-মেয়ে, আর আমার ছেলেটা—তারা যা পায় তাই দিয়ে মুখ-বুজে খেয়ে উঠে আসে; ছোট-দু'টোর বোঝ্বার বয়স ত হয় নি মাসিমা, তারা 'মাছ খাব, মাছ খাব' ব'লে চেঁচায়!"

মাসিমা স্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। এ সব কথার আর কোন উত্তর ছিল না।

অশ্রুর মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করিয়া দূরে বসিয়া ছিল। এখন দিদিমার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিদিমা, সত্যি, খোকাটা ভারি দুষ্টু। জান দিদিমা,—সেদিন আমি ওকে কোলে ক'রে রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়েছিলাম। ও কিছুতেই কোলে থাকবে না। এমনই ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল—আমি তাকে নামিয়ে দিলাম। সে এমন দুষ্টু, ছুটে রান্নাঘরে ঢুকেই থালার ওপর থেকে একখানা ভাজা মাছ তুলে নিলে। ভাগ্যিস্, ঠাকুর দেখতে পেয়ে হাত চেপে ধল্লে, না হ'লে দিদিমা, ও ঠিক মুখে পূরে দিত। ছোট কাকা কি তাহ'লে তাকে আর আস্ত রাখ্‌ত! ওর জন্যে দিদিমা, আমি শুধুশুধু গাল খেলাম। দাদা বাবু তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, বল্লেন, 'দূর করে

দে ওই মুখপুড়ীটাকে; ওই ত পাঠিয়ে দিয়েছিল মাছভাজা আন্‌তে!' সত্যি বল্‌ছি দিদিমা, আমি ওকে পাঠাই নি।" এই বলিতে বলিতে তাহার ভাসাভাসা চোখ দুইটি হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাসিমা এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কাছে অপর কেহ এ কথা বলিলে তিনি তাহা গল্প বলিয়াই উড়াইয়া দিতেন। এ যে কত বড় সত্য, তাহা অশ্রু, তাহার ননদ ও আট বৎসরের মেয়ে তাঁহাকে যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া অশ্রুর কন্যাটিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া সজলনয়নে হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিলেন।

রাত্রে কথায় কথায় অশ্রু কহিল, "হ্যাঁ ঠাকুরঝি, মঙ্গলাদের অনেকদিন খবর পাইনি, কেমন আছে সব? মেজঠাকুরপোও বেশ ভাল আছে?"

বিভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মেজদাদা ত ভালই আছে,—"

অশ্রু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি—

বিভা তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, "তারাও ভাল আছে, তবে বড় কষ্টে আছে। মেজবৌদিদিকে

জান ত! তার ওপর মেজদাদাও ঠিক বাবার ধারাটা পেয়েছে। না হ'লে নিজের জ্যাঠার ছেলেকে চারটি ভাতের জন্যে কিনা মুদির দোকানে চাকরী করতে দেয়! ও ভাল কথা, তোমায় বলিনি, দিন কতক আগে বসন্তদাদা মঙ্গলাকে একজোড়া শাঁকা গড়িয়ে দিয়েছিল বলে—

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অশ্রু কহিল, "থাক্ ঠাকুরঝি আমার বুকটা কেমন করছে, আমি শুই।" এই বলিয়া সে দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়িল।

———o———
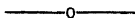
দশম পরিচ্ছেদ

দিন কতক বসন্তর এইভাবে কাটিয়া গেল। ভোরে উঠিয়া সে দোকানে চলিয়া যাইত, বেলা একটা অবধি দোকানে কাজ করিত। তিনটা অবধি তাহার ছুটি ছিল। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে ভাইপো ভাইঝিদের ফাইফরমাস খাটিতে খাটিতে এক ঘণ্টার উপর অতিবাহিত হইয়া যাইত। কোনরকমে মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া, নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া আবার সে কাজে বাহির হইয়া পড়িত।

সেদিন ভোর পাঁচটা হইতেই আকাশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বসন্ত ভাঙ্গা ছাতাটি মাথায় দিয়া সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিতর বাহির হইয়া পড়িল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়া সে যখন দোকানে পৌঁছিল, দোকানদার কহিল, "দেখ বসন্তবাবু, তোমাকে এখনই নগেনবাবুর বাড়ী তাগাদায় যেতে হ'বে। আজ সাড়ে সাতটার মধ্যে না পৌঁছিতে পারলে, সাত দিন পাওয়া যাবে'না। অথচ আজই টাকা না হ'লে চলবে না।"

নগেনবাবুর বাড়ী হুগলির বাজার হইতে প্রায় তিন

ক্রোশ পথ। বসন্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাশের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া নগেনবাবুর বাড়ী যাইতে হয়। যখন সে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দা হইতে প্রকাশের আট বৎসরের পুত্র কহিল, "বাবা, জ্যাঠামশায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে কোথায় যাচ্ছে দেখ।"

প্রকাশ চাহিয়া দেখিয়া ডাকিল, "ও দাদা, ও দাদা, এই বৃষ্টিতে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

বসন্ত দাঁড়াইয়া পড়িল। ডান হাত দিয়া মাথার জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "নগেনবাবুর গ্রামে তাগাদায় যাচ্ছি।"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল, "এই বৃষ্টিতে অতদূর চলেছ, খুব মন দিয়ে কাজ করছ দেখ্‌ছি।"

বসন্ত যখন বাসায় ফিরিল, তখন বেলা একটা। কোন রকমে গামোছা দিয়া মাথার ও গায়ের জল মুছিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া সে তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। তিন-চারি ঘণ্টা সে অনবরত ভিজিয়াছে, তাহার উপর শামুকের ভাঙ্গা খোলায় তাহার পা কাটিয়া গিয়া অনেকখানি রক্ত পড়ায় সে নিৰ্জ্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া বসিবার শক্তি অবধি যেন তাহার লোপ পাইয়া যাইতে

ছিল। কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়িয়া তাহার স্ত্রী সেই ক্ষত স্থানটি বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

এমন সময় প্রকাশ ডাকিল, "ও দাদা দাদা।"

প্রকাশের আহ্বানে বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; কাঁপিতে কাঁপিতে আবার শুইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী কহিল, "তুমি বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ, এখন আর উ'ঠে কাজ নেই, আমি ঠাকুরপোকে গিয়ে বলে আস্‌ছি।"

বসন্ত কহিল, "না না, তাকে কিছু বলে কাজ নেই। তুমি জিজ্ঞেস ক'রে এস, কি দরকার?"

তাহার স্ত্রী উপরে গিয়া প্রকাশকে কহিল, "উঁর শরীরটা বড্ড কেমন কর্‌ছে, তাই আস্‌তে পার্‌লেন না, কি দরকার তাই জান্‌তে পাঠালেন।"

সুবর্ণ কহিল, "তোমার আমার কাজ কি না তাই জিজ্ঞেস করে পাঠান হ'য়েছে।"

প্রকাশ মহা বিরক্ত ভাবে কহিল, "মনিবের হুকুমে দাদা এই বৃষ্টির মধ্যে ছ ক্রোশ পথ ঘুরে এলেন, তখন ত শরীর কেমন কর্‌লে না, আর আমি যেমন ডেকেছি, অমনই শরীরটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল!"

বউদিদি ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "সত্যি ঠাকুরপো, তিনি

বড্ড দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন,—পা কেটে গিয়ে অনেকখানি রক্ত পড়েছে।"

সুবর্ণ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "অমন কত ওজড় ওঠে দেখনা। সে যাই হ'কৃগে বাবামনির কাছে চিঠি এখনই পৌছে দেওয়া চাই। তোমার দাদা না পারেন, অন্ততঃ তোমারও যেতে হবে।

প্রকাশ রুক্ষস্বরে কহিল, "দেখ বউ, তোমাদের যদি একটু বিবেচনা থাকৃত, তা হ'লে আমাকে আর এত কথা বল্‌তে হ'ত না। তিনি মাসে মাত্র দশ টাকা রোজগার করেন—এই দশ টাকায় তিনটে লোকের খাওয়া থাকার খরচ কুলোয়,—তুমিই বল দিকি? আচ্ছা আমরা যে তোমাদের এই খেতে দিচ্ছি, তা কোন্ উপকারটা তোমাদের দিয়ে পাচ্ছি?"

বউদিদি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হা ভগবান্!

প্রকাশ আবার বলিতে লাগিল, "দেখ বউ, নবা মুদি যদি এখন ডেকে বলত, অমুক জায়গায় তাগাদায় যেতে হ'বে, তা হ'লে দাদা কি কর্‌তেন? যাক্, ও কথা তোমাদের বলে কোন ফল নেই। যে জন্তে ডেকেছিলাম সেই কথাটাই বলি, এখনি এই চিঠিখানি আমার শ্বশুরমশায়ের ওখানে দিয়ে আস্‌তে হবে।

একবার তাঁকে গিয়ে বল দেখি, তিনি যদি দয়া ক'রে আমার এই উপকারটুকু করেন।"

প্রকাশের এই শ্লেষবাক্যে তাহার বউদিদির বক্ষপঞ্জর গুলি যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। স্বামীকে গিয়া যে এ কথা বলিবে, সে শক্তি অবধি যেন তাহার ছিল না। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় বসন্ত দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সিঁড়ি বাহিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রকাশ কহিল, "এই যে বউ বল্‌ছিল, তোমার শরীর নাকি বড্ড কেমন কচ্ছে, উঠ্‌তে পারছ না! হাঁ বউ, অনেকখানি রক্ত প'ড়ে না কি দাদা একেবারে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন! ছি, ছি, এত বড় মিথ্যে কথা বল্‌তে তোমার মুখে একটু বাধ্‌ল না বউ?"

বউদিদি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবর্ণ চাপা গলায় স্বরটা যথাসম্ভব মৃদু করিয়া কহিল, "তুমি যেমন ন্যাকা, তাই ও সব কথা তুল্‌চ।"

প্রকাশ কহিল, "দাদা, দয়া করে আমাদের এ উপ-কারটুকু কর্‌বে?"

বসন্ত বিবর্ণ মুখে কহিল, "আমি দুঃখী মানুষ, আমাকে অমন করে কথা বলা কেন—কি করতে হবে বল?"

প্রকাশ কহিল, "না এমন বেশী কিছু না; আমার শ্বশুর মশায়ের ওখানে এই চিঠিখানা এখনই পৌঁছে দিতে হবে। হরিয়া সকাল থেকে ভিজে ভিজে কাজ করে ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়েছে,—আর জান ত, সে শ্বশুর মশায়ের পুরাণ চাকর তা না হ'লে তোমাকে এ উপকারটুকু কর্‌তে বল্‌তাম না।

বসন্ত কম্পিত হাতখানি পাতিয়া ছোট ভাইয়ের নিকট হইতে পত্রখানি চাহিয়া লইল। সহসা তাহার মনে হইল, চারিদিক হইতে ধোঁয়ায় যেন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সে কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া পড়িল।

সেইদিন অনবরত ভিজিয়া আসিবার পর ভ্রাতার শ্লেষ-বাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া সেই যে বসন্ত জ্বরে পড়িল তিন দিন সে জ্বরের বিরাম হয় নাই। চতুর্থ দিনে জ্বরটা ছাড়ে। তখন বেলা সাতটা। বসন্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া তাহার অবস্থার কথা ভাবিতেছিল। তাহার চোখের উপর এক-মাত্র দুহিতা সর্ব্বমঙ্গলা দিন দিন যে ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহাকে আর বেশী দিন অবিবাহিতা রাখা চলিবে না; অথচ সে কপর্দ্দকশূন্য, পথের ভিখারী, এই কথাই আজ বসন্ত ভাবিতেছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার

মনে পড়িল, অশ্রুর কথা। হায়রে অভাগিনী নারী! তাহার যে সব থাকিয়াও কিছু নাই, সে যে তাহার চেয়েও বিপন্না! ক্ষেত্রকাকার অন্তরটা কি পাষাণ দিয়া গড়া। সেখানে কি বিধবা পুত্রবধূর জন্ত এতটুকু স্থান নেই? সে নিজে দীন দুঃখী বলিয়া বোধ করি এই পরিবারের জন্মগ্রহণ করিয়াও পরের দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে!

এমন সময় নিবারণ মুখুয্যে আসিয়া তাহাকে হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভায়া, ভারি একটা সুখবর দিতে এসেছি। যোগীনবাবুকে জান ত? তিনি তাঁর ছেলের জন্যে তোমার মেয়েকে একদিন দেখ্‌তে আস্‌বেন।"

বসন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তেমনই অবাক্ হইয়া কহিল, "তুমি কি বলছ নিবারণ-দা! কতবড় লোক তিনি, তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে!"

নিবারণ মুখুয্যে কহিল, "এটা আর এমন মস্ত কথা কি হ'ল? তুমি না হয় এখন গরীব হ'য়ে পড়েছ; কিন্তু তোমার বাপ ঠাকুরদা ত কম লোক ছিলেন না।

বসন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সে সব এখন গল্প হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ভাই, আমাকে দেখ্‌লে এখন কেউ ভদ্রলোক বলেই চিন্‌তে পার্‌বে না।"

নিবারণ বাধা দিয়া কহিল, "তোমার কেবলই ঐ কথা; মানুষের সব দিন কি সমান যায়। আর কেউ না জানে, আমি ত তোমাদের সব জানি। তুমি কিছু ভেব না। যোগীনবাবু যখন নিজের মুখে বিয়ের কথা তুলেছেন, তখন বিয়ে না হয়ে যায় না। তিনি বল্লেন, যাদের বাপ-ঠাকুরদার খেয়েই আমি মানুষ—তাদের দুঃসময়ে একটু উপকার যদি কর্‌তে পারি।"

বসন্ত নিবারণ মুখুয্যের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এমন ভাগ্য কি আমার মঙ্গলার হবে! ও কথা আমি যে ভাবতেও পারি নি নিবারণ-দা; তুমি ত ভেতরের সব কথাই জান, তোমাকে আর কি বলব। তুমি দাদা, কোন রকমে মেয়েটার একটা গতি করে দাও। আমরা যেখানে হ'ক চ'লে যাই, আর পার্‌ছি না।"

নিবারণ কহিল, "প্রকাশের নাম মুখে আন্‌তে নেই, তোমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তোমার ঠাকুরদাদা বাবা ছিলেন দেবতুল্য লোক, আর সেই বংশে কি না এমনই সব পিশাচ জন্মেছে। প্রকাশ তার বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। পরিবারের পয়সায় খায় কিনা, দিন দিন কি রকম চেহারা হ'চ্ছে দেখেছ, যেন মরা কাঠ! মুখখানা যেন পুড়ে গেছে।

বসন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ও কথা আর তুলচ কেন নিবারণ দা! উপায় নেই তাই পড়ে আছি, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ, না হ'লে কুড়ি বছর অবধি ক'জন রোগে ভুগে থাকে বল দিকি। ছেলেবেলা থেকে যদি লেখা-পড়া শিখ্‌তে পেতাম!"

নিবারণ কহিল, "লেখা-পড়া শিখে হয় ত প্রকাশের মত একটা পাষণ্ড হ'তে; তার চেয়ে তোমার মুখ্যু হ'য়ে থাকাই ভাল হ'য়েছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না। দেখ, রোগের ওপর ত কারু হাত থাকে না, কি করবে বল। প্রকাশের ব্যাপার দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তুমি ত তবু তার জ্যাঠার ছেলে, প্রভাত তার নিজের মায়ের পেটের ভাই ত, তার ছেলেমেয়েদের ওপর দুই বাপ বেটা মিলে কি অত্যাচারটাই করছে! ওদের কি মানুষের চামড়া গায়ে আছে! বউমার কথা যখনই মনে পড়ে বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে। আমি ত জানি কার মেয়ে তিনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ চুপ করিল; তার পর আবার কহিল "ও সব কথা ভাবতে গেলেই মাথাটা কেমন ঘুরে যায়! হ্যাঁ, এখন যা বলছিলাম, তা হ'লে যোগীনবাবুকে একদিন নিয়ে আসি?"

বসন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "আমি আর কি বল্‌ব। আমি ত এমন কপাল নিয়ে আসি নি যে—"

নিবারণ বাধা দিয়া কহিল, "কপালের কথা কি কেউ বলতে পারে। যোগীনবাবুর মনটা যে রকম উদার, তাতে এ বিয়ে না পার হ'তে আমি এমন কথা বলতে পারি না। দেখা যাক্।"

——০——

একাদশ পরিচ্ছেদ

উপর্যুপরি তিন রাত্রি অশ্রু জ্বরভোগ করিতেছিল। দিনের বেলাটা সামান্য একটু জ্বর থাকিত, সে কোন রকমে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়া সংসারের কাজ করিত, কিন্তু রাত্রির দিকে জ্বরটা বেশ বাড়িত। সে শয্যায় পড়িয়া নিঃশব্দে ছট্‌ফট্‌ করিত।

তাহার জননী প্রত্যহ তাহার সংবাদ লইতে পাঠাইতেন, প্রত্যহই সে বলিয়া পাঠাইত, 'ভাল আছি।' একটু অসুখের সংবাদ পাইলেই তাহার জননী যে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন। দুই একদিনের জন্য যাইতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না, এবং যতদিন ভাল ছিল, ততদিন মাঝে মাঝে গিয়াও ছিল ; কিন্তু যে দিন হইতে তাহার দেহের মধ্যে ব্যাধি অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল, সেই দিন হইতে সে শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। যদি সেখানে গিয়া অসুখ বাড়িয়া যায়, যদি সে ফিরিয়া আসিতে না পারে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের কোণে একটি মৃৎ-প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। আর এক কোণে মেঝের

উপর অশ্রু চুপটি করিয়া শুইয়াছিল; এমন সময় তাহার ছোটমাসির ছেলে সরোজ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অশ্রু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ভাইটিকে অশ্রু সব চেয়ে বেশী ভয় করিত। অশ্রু তাহাকে কতরকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে চাহিত না।

সরোজ গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "আচ্ছা দিদি, সাধ ক'রে কি তোমার শ্বশুর-বুড়োকে গাল দিই;—আজ তিন দিন তুমি একজ্বরে হ'য়ে আছ, তা একবার বুড়ো খোঁজ করলে না! এই বলে রাখছি দিদি, যেমন ও তোমায় কষ্ট দিচ্ছে, তেমনই ফল ও ভোগ করবে! এক একখানা বুকের হাড় ওর প'লে খ'সে প'ড়ে যাবে,—গলার ভেতর ঘা হ'য়ে, না খেতে পেয়ে, শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে!"

অশ্রু শিহরিয়া উঠিল! সে মিনতি স্বরে কহিল, "লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তাঁর কি দোষ, দোষ ত আমার বরাতের। আহা, তিনি শোকাতাপা মানুষ, তুমি তাঁকে শাপ দিও না।"

সরোজ কহিল, "তুমি থাম দিদি, এখনও তোমার তাঁর ওপর টান গেল না। ও চামার! বাড়ী করার দোহাই দিয়ে তোমার ছেলেমেয়েদের জলখাবারের পয়সা বন্ধ

ক'রে দিয়েছে। ও কথা কি আর চাপা থাকে। তুমি ক'দিন লুকিয়ে রাখ্‌বে দিদি—তোমার রাত্তিরের খাবারের জন্যে শুন্‌লাম দু'টো-ক'রে পয়সা দেয়; সেই পয়সা দিয়ে তুমি ছেলেদের মুড়ি কিনে খাওয়াচ্ছ আর নিজে শুধু এক ঘটি জল খেয়ে রাত কাটাচ্ছ, তবু একবার তুমি আমাদের বলনি।"

অশ্রু এবার ভারি বিপদে পড়িল। সরোজকে সে ভাল রকমই চিনিত। এ খবর যখন সে সংগ্রহ করিয়াছে, তখন সে একটা কিছু কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবে না। হায়! কে তাহাকে এ সংবাদ দিল! কে এ বিপত্তির সৃষ্টি করিল?

অশ্রু ব্যগ্রভাবে কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, তুমি ওঁকে গাল দিও না। কেন ওঁর ওপর রাগ করছ, শোকাতাপা মানুষ, তার ওপর অত বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "ওর ওতে কিছু হয় নি। মানুষের চামড়া কি আছে, যে হ'বে। সে ত নিজের ছেলে তিনটে নিয়ে বেশ খায়, আর যত খরচ বাঁচান ঐ নাতি ক'টাকে না খেতে দিয়ে! কি বল্‌ব দিদি, কেবল তোমার জন্যে—"

অশ্রু বাধা দিয়া কহিল, "ও সব কি কথা ভাই! উনি

যদি শোনেন, কি মনে করবেন, বল ত। হাজার হ'ক গুরুজন। উনি যা ভাল বুঝ্ছেন, কর্ছেন। আমার কপাল পুড়ে গেছে, তোমরা ভাই তাঁকে গাল দিলে কি আমার পোড়াকপাল ফিরে আস্বে।"

সরোজ অবাক্ হইয়া তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! এত সহ্যগুণ! এত ভক্তি! তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, প্রকাশ তোমাকে দেখ্তে এসেছিল?"

অশ্রু কহিল, "না ভাই, অনেকদিন তাকে দেখ্তে পাইনি। তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল নাকি? তারা সবাই বেশ ভাল আছে?"

সরোজ কহিল, "আমি যখন ঢুকৃছি, তখন সে যে এ বাড়ী থেকে বেরুল! উঃ, কি পিশাচ, চামার! বাপের বেটা ত! সতীশের সঙ্গে কাল তোমার সেই চামার দেওরটার দেখা হ'য়েছিল। জামাইবাবুর সঙ্গে নাকি সেই পুরী যাবার আগে তার খুব ঝগড়া হ'য়েছিল; সেই কথা তুলে বলেছে কি জান দিদি, অমন ভাইয়ের ছেলেমেয়ের আবার মুখ দেখ্তে আছে। কি বলব দিদি, জুতো মেরে সেইখানে তার মুখ যদি থেতো করে দিতে পারতাম! ওরও কি শাস্তি হয় তাও তুমি একদিন দিদি শুনতে পাবে—এই ব'লে

রাখ্‌লাম। একলা পচে মর্‌বে, কেউ একবার ফিরেও দেখ্‌বে না।”

অশ্রু ভাবিল, এ আবার এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হইল! সে তাড়াতাড়ি কহিল, “তারই বা দোষ কি, আমার জন্যে কেন সবাই চিরজীবন জ্ব’লে মর্‌বে। এখানে থাক্‌লে চোখের সাম্‌নে আমার এই ছেলে-মেয়েগুলোকে রোজ দেখ্‌তে হ’ত। সে যে গেছে, খুব ভালই করেছে! চোখের আড়ালে থাক্‌লে তবু দু’দণ্ড শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বে। আহা! ঠাকুরপোকে যেন কোনদিন শোকতাপ না পোয়াতে হয়। তোমরা ঠাকুরপোকে কিছু বল না—সে কোনদিনই কষ্ট সইতে পারে না।”

সরোজ রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিল, “কষ্ট সইতে পারে না তা বুঝ্‌লাম। কেই বা সাধ করে কষ্ট সইতে চায় দিদি! সে নিজে সইতে পারে না, কিন্তু পরকে ত বেশ কষ্ট দিতে পারে। বসন্তবাবু তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে সে কি কষ্টটাই না দিচ্ছে। শুনলেও মানুষের বুক ফেটে যায় দিদি!” বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল। পরদুঃখকাতর দিদির ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে আঘাত দিয়া সে বড় অন্যায় করিয়াছে! এখন কি করিয়া সে ইহার প্রতিকার করিবে!

দিদি ত মৃত্যুর পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবে আঘাত দিয়া সে-ই যে পথটা আরও সুগম করিয়া দিল। এই কথা মনে হইবামাত্র অনুতাপের তীব্র কষাঘাতে তাহার সারা দেহমন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

অশ্রু দুই কর যুক্ত করিয়া নিমীলিত নেত্রে আপন মনে বলিতে লাগিল, তিনি যখন চলে যান, তখনও যে তাঁর মুখে এই ভায়ের নাম,--প্রকাশ এল না—প্রকাশ এল না। কি ভালই বাস্‌তেন ভাইকে। হে হরি, ঠাকুরপোকে সুমতি দাও, আমি যে আর সইতে পার্‌চি না। তাহার দুই নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সরোজ ভক্তি-পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অশ্রু যখন চোখ মেলিল সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

———০———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন রবিবার; বসন্ত স্নান করিতে যাইতেছিল। এমন সময় স্যাক্‌রা আসিয়া কহিল, "কই বাবু, আজ মাসের পনর দিন হ'য়ে গেল, টাকা দেওয়ার যে নামগন্ধ নেই। উকিলবাবুর ভরসাতেই আপনাকে ঐ কড়ারে শাঁখা গড়িয়ে দিয়েছিলাম, তিনি ত স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, তিনি এ টাকার জন্য দায়ী নন্—আমাকে সব টাকা আদায় ক'রে নিতে বলেছেন। সে কথা যাক্‌গে, মাসে মাসে দু'টাকা করে দেবেন বলেছিলেন, সেটা পেলেই হ'ল।"

বসন্তর মুখখানি শুকাইয়া গেল। তাহার হাতে একটি পয়সা অবধি নাই, সে টাকা দিবে কোথা হইতে? হায়, কেন না বুঝিয়া শাঁখা গড়াইতে দিয়াছিল। প্রকাশ সেদিন ঠিকই বলিয়াছিল,—গরীবের মেয়ের আবার গয়না পরার সখ কেন! আজ কিছু না দিয়া কি বলিয়া স্যাক্‌রাকে সে বিদায় করিবে!

প্রকাশ তখন উপরের ঘরের বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "দেখ মহাদেব, তোমাকে আমি বলে

দিয়েছি, ও টাকার জন্তে আমার এখানে তাগাদা করবে না, ফের এসেছ ?"

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। আজ দুইটার মধ্যে নিবারণ যোগীনবাবুকে আনিবে বলিয়া গিয়াছে। দুইটার আর বেশী বিলম্ব নাই!

এমন সময় মঙ্গলা আসিয়া ডাকিল, "বাবা মা বল্লেন, শীগ্‌গির খেয়ে নিতে, একটা যে বেজে গেছে।"

উপর হইতে প্রকাশ আবার কহিল, "তোমার জন্ত দাদা শেষে আমার অবধি অপবাদ রট্‌বে। লোকে ভাব্‌বে, আমিই জিনিস নিয়ে টাকা দিই না। টাকা যে দাদা কোথেকে দেবে, তাও বুঝতে পারছি না। এমন জুচ্চুরি করে মেয়েকে শাঁখা পরাবার চেয়ে শাঁখা ফেরত দিলেই পার।"

স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চাপা গলায় অনুচ্চস্বরে সুবর্ণ কহিল, "আমার বাবামনির টাকা ত সস্তা নয়, যে তোমার ভাই-ঝিকে গহনা গড়িয়ে দেবেন। স্যাকরার টাকা দিতে পারেন না, এদিকে আবার নবাবী ত ষোল আনা আছে। উনি নাকি আবার দিদিকে (অর্থাৎ অশ্রুকে) মাসে মাসে দু' টাকা পাঠান। নিজে পান না খেতে আবার দাতব্য করা আছে।"

মঙ্গলা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে শাঁখা দু'গাছি খুলিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল, "বাবা শাঁখা তুমি ফিরিয়ে দাও।"

মহাদেব স্যাঁকরা ভারি গলায় বলিল, "বসন্তবাবু, যখন আপনার সুবিধা হ'বে টাকা দেবেন, আমি শাঁখা চাই নি।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

উপর হইতে সুবর্ণের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "মেয়েটার তেজ দেখ্‌লে; নেমকহারামের জাত কি না।"

প্রকাশ কহিল, "অত নবাবী এখানে চল্‌বে না। দান ধ্যান করতে হয় নিজের সেই ভাঙ্গা কুঁড়েয় গিয়ে করগে।"

বসন্ত মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। অশ্রু যে প্রকাশের মায়ের পেটের বড় ভাইয়ের স্ত্রী, তাহাকে দুইটি টাকা দিয়াছে বলিয়া এই তিরস্কার। হায় রে সংসার!

সেই দিনই বেলা আড়াইটার সময় নিবারণ মুখুয্যে যোগীনবাবু ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সরোজকে লইয়া প্রকাশের বাটী উপস্থিত হইল। বসন্ত তাহাদের অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। নিবারণ তাহার সহিত যোগীনবাবুর পরিচয় করিয়া দিল।

যোগীনবাবু কহিলেন, "প্রকাশবাবু বুঝি ওপরে ?"

বসন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এমন সময় প্রকাশ সাজিয়া-গুজিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিবারণ কহিল, "প্রকাশবাবু, ইনিই যোগীনবাবু।"

প্রকাশ এক হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কোন কথা না বলিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, যোগীনবাবু কহিলেন, "প্রকাশবাবু, এর মধ্যে চল্‌লেন যে ? আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অনেক দিন থেকে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার বিশেষ কাজ আছে, আজ আর বস্‌তে পার্‌ব না, মাপ কর্‌বেন। অন্য এক দিন আলাপ করা যাবে।"

যোগীনের বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেলেন। প্রকাশ কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি কি ভাবিয়া বলিলেন, "শুনেছি আপনার মেয়েও বিবাহ-যোগ্যা হ'য়েছে—এক কাজ করলে হয় না, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে,—আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিলে কেমন হয় ? বসন্তবাবুর মেয়ের জন্যে

আমি না হয় খুব কম টাকায় আর এক জায়গায় পাত্র ঠিক করে দেব।”

প্রকাশ এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবার ফরাসের উপর বসিয়া কহিল, “আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে দেরী হ'য়ে গেল, আজ আর দেখ্‌ছি যাওয়া হ'ল না।” তারপর ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, “ওরে ও হরিয়া তামাক নিয়ে আয় না,—ওপর থেকে শীগ্‌গির গোটাকতক পান দিয়ে যা দেখি।”

সরোজ বসিয়া বসিয়া রাগে ফুলিতেছিল। এতক্ষণ যে অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল। প্রকাশকে সে খুব ভাল রকমেই চিনিত, তাহার এই ভণ্ডামি সে আর সহ্য করিতে পারিল না। কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার খুল্লতাত ইঙ্গিতে নিষেধ করিতেই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

যোগীনবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আমার জন্যে অত ব্যস্ত হ'বেন না,—তামাক খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।”

প্রকাশ কহিল, “আমি একবার বাড়ীর ভেতর খবর দিয়ে আসি।”

ভিতরে যাইতেই মঙ্গলার জননী অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, “কাপড় পরা হ'য়েছে।”

সরোজিনীর যে বালা গাছটি এক দিন স্পর্শ করিতে পাইলেও মঙ্গলা নিজেকে কত সুখী মনে করিত, আজ সেই রকমের বালা পরিয়া সর্ব্বমঙ্গলার আনন্দ যেন উপ্‌চাইয়া পড়িতেছিল। তাহা ছাড়া কয় গাছি চুড়িও তাহার হাতের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। দশ ভরির এক ছড়া হার তাহার কণ্ঠে দুলিতেছিল। ফিকে গোলাপী রঙের বুটিদার বেনারসী সাড়ীখানিতে তাহাকে যেন ঠিক প্রতিমার মত দেখাইতে-ছিল। পাশের বাড়ীর এক বৌ দয়া করিয়া তাঁহার গহনা ও কাপড় পরাইয়া মঙ্গলাকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "সাজগোজ খুলে দাও গে বৌ; দাদার কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, —পরের কথায় নাচে, যোগীনবাবু হ'চ্ছে এখানকার মধ্যে নামজাদা বড়লোক, তিনি কোন্ দুঃখে দাদার মেয়েকে বউ করে নিয়ে যাবেন। এখন সরোকে সাজিয়ে দেবে এস দেখি। দেরী ক'র না, শীগ্‌গির এস। যোগীনবাবু সরোর সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে চান।" এই বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

মঙ্গলার জননীর মুখখানি মড়ার মত বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি যে এতক্ষণ মনে মনে কতই আশার জাল বুনিতে-ছিলেন। হায়, সেই বুক-ভরা আশা এক নিমেষে যেন

কোন্ এক ক্রুদ্ধ তপস্বীর অভিসম্পাতে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। তিনি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, সরোজিনীকে যে তাহার সাজাইতে হইবে। কন্যার পাংশুবর্ণ মুখের দিকে না চাহিয়া কোন রকমে কন্যার দেহ হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিতে উদ্যত হইলেন।

ও বাড়ীর বৌ পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আমি খুলে দিচ্ছি দিদি, আপনি ওপরে যান।"

মঙ্গলার জননী যেন কন্যার সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচেন। তিনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ও বাড়ীর বৌ ম্লানমুখে মঙ্গলার দেহ হইতে গহনা খুলিতে লাগিল।

তাঁহার মৃদু কম্পিত আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলার গায়ের গহনাগুলি বাজিয়া উঠিল, রিনি-ঝিনি, ঝিনি-ঝিনি! পায়ের মল প্রতিধ্বনি করিল, ঠুণ্-ঠুণ্ ঝুণ্-ঝুণ্! মনে হইল, যেন এই জড়পদার্থগুলি দরিদ্রের দুঃখে করুণস্বরে তাহাদের মর্ম্ম-বেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

উপরে সুবর্ণ একাই হাঁক-ডাক করিয়া সরোজিনীকে সাজাইতে আরম্ভ করিল। প্রকাশ বাহিরে যাইতে উদ্যত

হইলে সে কহিল, "তুমি গিয়ে শীগ্‌গির বাবামনিকে ডেকে নিয়ে এস।"

প্রকাশ কহিল, "বাইরে যোগীনবাবু রয়েছেন, আমি এখনই হরিয়াকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

স্বর্ণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার কি রকম আক্কেল! তুমি চাকর দিয়ে বাবাকে ডেকে পাঠাবে। যোগীনবাবুকে না হয় বলেই যাও।"

প্রকাশ আর কোন কথা না বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

সরোজিনীকে দেখিবার পর, যোগীনবাবু কহিলেন, "আপনার দাদার মেয়েটীকে এইবার নিয়ে আসুন প্রকাশ বাবু, দেখি যদি তার জন্যে অন্য একটী পাত্র ঠিক করে দিতে পারি। যেমন কাপড়ে আছে তেমনই নিয়ে আসবেন, সাজগোজের দরকার নেই।"

"যা হ'ক একটী পাত্র ঠিক করে দিতে পারলে দাদা রক্ষে পায়", এই বলিয়া প্রকাশ ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই মঙ্গলার হাত ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার পরণে একখানি আধময়লা মোটা কাপড়, অলঙ্কারের মধ্যে হাতে দুই গাছি শাঁখা।

মঙ্গলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যোগীনবাবুর পায়ের

কাছে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিল; তাহার পর মুখটি নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগীনবাবু কহিলেন, "মা লক্ষ্মী, তোমার নামটি কি?"

মঙ্গলা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দাসী।"

যোগীনবাবু কহিলেন, "আচ্ছা হ'য়েছে মা, তোমায় আর কষ্ট দেব না।"

প্রকাশ কহিল, "যা রে মঙ্গ্‌লি।"

মঙ্গলা আর একবার প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগীনবাবু প্রকাশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দিব্যি মেয়ে! বউ করবার মতই বটে।"

প্রকাশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার সরোজিনীর মত সুন্দর না হ'লেও দাদার মেয়েটা দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়, কি বলেন যোগীনবাবু? একটু যা বোকার মত মুখের ভাবটা। আমার সরোজিনীর মুখ চোখ দিয়ে যেন বুদ্ধি ঠিক্‌রে বেরোয়।"

যোগীনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "মেয়ে ত আমার পছন্দ হ'য়েছে এইবার কথা একেবারে পাক্কাপাকি করে ফেলা যাক্। কি বলেন প্রকাশ বাবু?"

প্রকাশ কহিল, "আমার শ্বশুর মশায় এলেন বলে—তিনি এসে সব ঠিক করবেন।"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি চল্লাম কাকা-বাবু, এই চামারের মেয়েকে ঘরের বউ করে নিলে সে ঘরের আর ভদ্রস্থ থাকবে না, আপনি আমায় শুধু শুধু জোর করে এখানে নিয়ে এলেন।"

এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ গৃহের বাহির হইতে উদ্যত হইলে যোগীনবাবু শান্তভাবে তাহাকে কহিলেন, "সরোজ, তুই কি আমায় এমনই অপদার্থ ঠিক কর্‌লি যে অমনই ফস্ করে এখান থেকে চলে যাচ্ছিস্। চুপ করে বস দিকি।"

সরোজ কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগীনবাবু প্রকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি কি সত্যি ভেবেছেন, আপনার মত লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব?"

প্রকাশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তবে এরকম ব্যবহারের মানে?"

যোগীনবাবু শান্ত ভাবে কহিলেন, "মানে আপনার আর আপনার বাবার কীর্ত্তি ত আমার জান্‌তে বাকি নেই,

তাই দেখ্‌ছিলাম কতদূর আপনার দৌড়। বসন্ত বাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব, তা ঠিক করেই এখানে এসেছি—আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে নয়। সরোজের কথা ত শুনলেন, আমারও সেই মত। এখন দিন স্থির করবার ভার আপনার ওপর।”

অপমানিত প্রকাশ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

—:০:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হুগলি হইতে রাত্রে সরোজ আসিয়া দেখিল, তাহার দিদি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে। সে উদ্বিগ্ন চিত্তে নিকটে যাইতেই অশ্রু অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "এস ভাই।"

সরোজ শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জ্বরটা আজ খুব বেড়েছে বুঝি দিদি?"

অশ্রু কোন রকমে জ্বরের যন্ত্রণা চাপিয়া বিবর্ণমুখে ম্লান হাসিয়া কহিল, "জ্বর বাড়েনি ত, রোজ যেমন একটু একটু জ্বর হয় আজও তেমনই হ'য়েছে।"

সরোজ তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অধিকতর উৎকন্ঠিত চিত্তে কহিল, "নিশ্চয়ই তোমার অসুখ বেড়েছে, না হ'লে চেহারা কি অমন খারাপ হয়। আমি এখনই গিয়ে মাসিমাকে সঙ্গে করে আনছি।" এই বলিয়া অশ্রু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অশ্রু চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার দেহ অত্যন্ত খারাপ বোধ হইতে

লাগিল। তিনরাত্রি অনাহারে কাটিয়াছে, আজ একটা পয়সার কিছু আনিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু জ্বরটা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাও সে খাইতে পারে নাই। কাল আবার একাদশী !

ঘণ্টা খানেক পরে অশ্রুর জননীকে লইয়া সরোজ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেক ঠেলা-ঠেলির পর ভৃত্য আসিয়া বিরক্তি-ভরে দ্বার খুলিয়া দিল।

উপরের ঘর হইতে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রিতে কে এল রে আবার ?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "বড় বউঠাকরুণের মা আর ভাই।"

কর্ত্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "ভাল আপদ জুটেছে, রাত্তিরেও আর ঘুমোবার জো নেই! অত যদি মেয়ের ওপর টান, বাড়ী নিয়ে যেতে পারে না। দুপুর রাত্রিতে এসে দোর ঠ্যাঙাঠেঙি! এ কি বাসাড়ে বাড়ী পেয়েছে যে, যখন যার ইচ্ছে হ'বে, আস্‌বে!"

ক্ষেত্রবাবুর দ্বিতীয়-পক্ষের গৃহিণীর আমলের পুরাতন দাসীটি, বাবুর চৌদ্দ-বৎসরের কোলের ছেলেটিকে আগলাইবার জন্য তাঁহারই ঘরের এক কোণে রাত্রিবাস করিত। এমন শুভ অবসরে সেও নীরবে শয়ন করিয়া থাকিতে

পারিল না। ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া ভৃত্যকে ধমক দিয়া কহিল,"যখন তখন যে সে দরজা ঠেলবে, কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস ক'রে তুই অমনই গিয়ে খুলে দিবি ;—একবার এসে বাবুকে,—না হ'ক, আমাকেও ত জিজ্ঞেস করতে পার্‌তিস্! বাবুর ঘুমটা কি না ভেঙ্গে দিলি। আমারই কষ্টের ভোগ! কত রাত্তির ব'সে ব'সে যে হাওয়া করতে হ'বে। কাল থেকে দেখছি, সদর দরজায় চাবি দিয়ে রাখতে হবে।"

সরোজ আর সহ্য করিতে পারিল না! ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "জুতিয়ে মাগীর মুখ ভেঙ্গে দিলে তবে এর শোধ যায়। হারামজাদি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।"

দাসী উপর হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তোমার বাবার বাড়ী পেয়েছ, এখানে মাতলামি করতে এসেছ।"

"তবে রে হারামজাদি" বলিয়া সরোজ ছুটিয়া উপরে যাইতেছিল, অশ্রুর জননী তাহার দুইটি হাত চাপিয়া ধরিলেন ; ধরিয়া কহিলেন, "ওরে কি করিস্, থাম, থাম। মেয়েটা আমার তা হ'লে বাঁচ্‌বে না।"

দিদির কথা মনে পড়িতেই সহসা সরোজ স্থির হইয়া

দাঁড়াইল। সে অপমানের কথা ভুলিয়া গেল; নীরবে মাসিমাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতে না হইতেই অশ্রুর আত্মীয় স্বজনে তাহার কক্ষটি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাত্রি দুপুরের পর অশ্রুর মূর্চ্ছা হইয়াছিল;—আধ ঘণ্টা হইল ঘোরটা একটু কাটিয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার পাশ ফিরিয়া শুইবার শক্তি নাই। অশ্রুর বড়মাসি আসিতেই অশ্রুর জননী কহিলেন, "দিদি এসেছ! উঃ, কাল কি ভাবেই সরোজ আর আমি রাতটা কাটিয়েছি! সরোজ একবার ছুটে ডাক্তারের বাড়ী যায়, আবার ছুটে ফিরে আসে। একটা ডাক্তার পাওয়া গেল না, এমনই পোড়া অদৃষ্ট আমার! অনেকে সাড়া দিলেন না; যাঁরা বা সাড়া দিলেন—তাঁরা একশ টাকার কম কেউ আস্‌তে চাইলেন না—তাও আবার আগাম। এত রাত্তিরে একশ টাকাই বা পাই কোথায়! অশ্রুর এক দেওরও ত ডাক্তার, শেষে তাকে ডাকৃতে পাঠালাম। সে ব'লে পাঠালে 'রাত্তিরে বেরুলে অসুখ করবে, কাল সকালে আস্‌ব' কি করি, শেষে আমরা দু'জনে সারারাত মাথায় জল দিতে আর হাঁওয়া করতে লাগলাম। তোমরা আসবার একটু আগে তবে সে ভাবটা একটু কেটেছে।"

এমন সময় ক্ষীণকণ্ঠে অশ্রু ডাকিল, "মা !"

জননী তাহার উত্তপ্ত মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "জলতেষ্টা পেয়েছে মা, একটু জল দেব ?"

অশ্রু অতি কষ্টে কহিল, "আজ যে মা একাদশী !"

অশ্রুর জননী একথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। আজ পেটে কিছু না পড়িলে মেয়েটাকে তিনি কি করিয়া বাঁচাইবেন ? হা ভগবান্ !

অশ্রুর বড় মাসিমা কহিলেন, "একাদশী, তার হ'য়েছে কি, অসুখের সময় অত একাদশীর বিচার করলে চল্‌বে না।" বলিয়া একটি গ্লাসে করিয়া জল লইয়া অশ্রুর মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, একটু জল খাও, গলা যে একেবারে শুকিয়ে উঠেছে।"

অশ্রু আরও শক্ত করিয়া মুখ চাপিয়া রহিল। কেহই তাহার মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারিল না।

অনেক বেলায় ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিতে গেলে অশ্রু তাহার জননীকে কহিল, "মা, কেন মিছে ওষুধ আন্‌বে, আমি কিছুতেই খাব না।"

অগত্যা ডাক্তার দেহ ফুড়িয়া ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। যাইবার সময় সরোজকে বলিয়া গেলেন, "আধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে বটে ; কিন্তু

ওষুধের ফল বেশীক্ষণ থাক্‌লে হয় ;—যাহ'ক, বিকেলে এসে আর একবার না দেখলে কিছুই বল্‌তে পার্‌ছি না। নাড়ীর অবস্থা তত ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না।"

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর হইতে অশ্রু বেশ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু সরোজ মনে মনে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

তাহার বড় মাসিমা কহিলেন, "তখন ডাক্তারের ব্যবহারের কথা শুনে আমার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল,—বুকটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। কি জানি হয় ত চোখের ওপর রোজই লোককে কষ্ট পেয়ে মরতে দেখে ওদের মায়া দয়া ব'লে কোন জিনিষ থাকে না। নইলে একজন লোক মর্‌ছে শুনলে আসে না,—ঘরের ভেতর থেকে দর-দস্তুর করতে থাকে! হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম; তোমার মেজ-ভগিনীপতি বড় সরকারী কাজ করতেন ত, অসুখ হ'লে ডাক্তার সাহেব অবধি বিনা পয়সায় দেখে যেত, এক পয়সা নেবার জো'টি ছিল না। বোধ হয় সেই জন্যেই তারা এলাকাড়ি দিয়ে দেখত। শেষের দু'তিন দিন এই যান ত এই যান,—এমনই অবস্থা। ডাক্তারকে দিনের মধ্যে পাঁচবার ডেকে পাঠালে, তবে সে তার সময় মত একবার আস্‌ত। যেদিন সকালে তিনি মারা যান, সেদিন ভোর বেলা, তখন

কাককোকিল ডেকে উঠেছে—চারিদিক বেশ ফরসা হ'য়েছে; জগত ছুটে ডাক্তারকে ডাকতে গেল—ডাক্তার সাহেব তখন সাজগোজ করছিলেন। জগতের মুখে শুনে কি বললে জান—'তোমার বাবা ত দিনে তিনবার মরছে। যাও যাচ্ছি!' এদিকে ডাক্তার আসবার আগেই সব শেষ হ'য়ে গেল!"

অশ্রুর জননী কহিলেন, "কিন্তু দিদি, প্রভাতের অসুখের সময় যে ডাক্তার বাবু দেখেছিলেন—তিনি বোধ করি দেবতা। এমন যত্ন করতে আমি কখনও দেখিনি। অসুখের প্রথম থেকে শেষ অবধি ঠায় রোগীর শিয়রে বসেছিলেন—তাঁর যত রকম ওষুধ জানা ছিল, সব দিয়েছিলেন। কিন্তু কি বলব দিদি, তিনি যখন দেখলেন ওষুধে আর কিছু হ'ল না, তখন ব্রাহ্মণ পৈতে বের ক'রে নিজের হাতে জড়িয়ে চীৎকার ক'রে ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলেন, 'ভগবান্, আমার মুখ রাখ! এদের রক্ষে কর, একে বাঁচিয়ে দাও।' কি বলব দিদি, তাঁর অমন সুন্দর চেহারা তখন কেমন এক রকম ভয়ানক হ'য়ে উঠেছিল।"

———:———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বেলা দুইটা অবধি অশ্রু ভালই ছিল। এক সরোজ ও অশ্রুর জননী ছাড়া আর সকলে তখন চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার যেন অশ্রু কেমন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; মাথার মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইল; হাতে পায়ে খিল ধরিতে লাগিল।

কালরাত্রে অশ্রুর যায়-যায় অবস্থা হইয়াছিল; সরোজ সারারাত ঘরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে; তবুও এ বাটীর একটা প্রাণীও একবার উঁকি মারিয়া দেখে নাই। আজ এত বেলা পর্য্যন্ত কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা অবধি করিল না। বেলা আড়াইটার সময় অশ্রুর শ্বশুরকে হঠাৎ এ ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া সরোজ একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশকণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, "দেখ বউমা—আমার এ বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না। আমি বলে গেলাম আজই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে, সন্ধ্যে অবধি সময় দিলাম, তার পরও যদি থাক, তা হ'লে অপমান হ'য়ে বেরুতে হবে। তোমার পাঁচবেটা মাতাল ভাই এসে আমার বাড়ী-চড়াও হ'য়ে রাত্তিরে হাঙ্গামা করবে, আর তুমি সেই বাড়ীতে বসে

বসে আমার ভাত গিলবে, তা কখনই হ'তে দেব না। আমি কি আর কিছু বুঝি নে, ঝিকে গাল দিয়ে মারতে যাওয়াও যা, আর আমাকে মারাও তাই ;—পাজি নচ্ছার !"

সরোজ নিঃশব্দে এই সমস্ত গালিগালাজ শুনিয়া গেল। সে যে কত কষ্টে নিজেকে দমন করিয়া রাখিল তাহা এক অন্তর্য্যামীই জানেন ; আর জানিল মৃত্যুশয্যায় শায়িতা অশ্রু।

তখন অশ্রুর যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুর আসিয়া যখন তাহাকে ভিটে ছাড়িবার হুকুম করিলেন, তখন সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু স্বামীর শেষ আদেশ পালন করিবার জন্য, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, নিজে আধ-পেটা খাইয়া, ছেলেমেয়েদের শুধু একটু ডালের-ঝোল দিয়া কড়কড়ে মোটা চা'লের ভাত খাওয়াইয়া, সে এই ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে! এ ভিটা ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। শ্বশুর ত টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিতে পারিবেন না। সে দুই হাতে জননীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মা, কেন এমন হ'ল—আমি এ ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না! আমাকে তোমরা ধরে নিয়ে চল, আমি বাবার পা জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকব, তা হ'লে বাবার

দয়া হ'বে, তিনি আমায় তাড়াতে পারবেন না।" তার পর সরোজের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে কহিল, "ভাই, কেন এমন করলে ?"

অনুতাপের অনলে সরোজ দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। সে যদি কাল সহ্য করিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ আর তাহার দিদিকে এ অপমান, এ যন্ত্রণা সহিতে হইত না! সরোজ প্রকাশ্যে কহিল, "দিদি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, বুঝতে পারি নি, এখুনি গিয়ে ক্ষেত্রবাবুর কাছে মাপ চাইছি।"

অশ্রুর রোগপাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাইকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

সরোজ গিয়া বৃদ্ধের কক্ষের দুয়ারে দাঁড়াইতেই, বৃদ্ধ ক্ষেত্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পাজি মাতাল, এখানে আবার কি করতে এসেছিস্ ?"

সেই দাসীটি তখন বৃদ্ধের পাকা চুল বাছিয়া দিতেছিল। সরোজকে দেখিয়া সে একেবারে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল। এইবার বুঝি তাহার দফা-রফা হইল! সে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, "বাবু!" সরোজ তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধও ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ভাল আপদ

যা হ'ক।" তাহার পর চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া উঠিলেন।

সরোজ ততক্ষণে অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ে হাত দিয়া কহিল, "আমায় মাপ করুন। আর আমি কখ্খন অমন কাজ করব না।"

ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রনাথের সাহস হইল; তিনি পা টানিয়া লইয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "বেরো বেটা মাতাল আমার বাড়ী থেকে; ও সব মাপ-টাপের আমি ধার ধারিনে। আমার এক কথা; যখন বলেছি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হ'বে, তখন যেতেই হবে।"

সরোজ তবুও আর একবার বৃদ্ধের পা ধরিয়া মাপ চাহিল, কিন্তু বৃদ্ধ আরও কড়াকড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। সরোজ আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মুখ চোখ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, সে তাহার দিদির পীড়ার কথা ভুলিয়া গিয়া জুতা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় নীচের ঘর হইতে অশ্রুর জননী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও সরোজ, বাবা সরোজ,

কোথায় গেলিরে! ওরে আমার অশ্রু যে কেমন হ'য়ে গেছে।"

সরোজ ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সূর্য্য প্রায় ডুবু-ডুবু হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঔষধের কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। তিনি শুধু ভগবানকে ডাকিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় অশ্রুর এ ভিটা ছাড়িয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে; কিন্তু স্বামীর অন্তিম-আদেশ ঠেলিয়া সে যে শ্বশুরের আদেশ পালন করিতে অক্ষম! তাই বোধ করি তাহার ঠোঁট দু'খানি কাঁপিয়া সেই কথাই জানাইতেছিল,— 'বাবা আমায় ভিটে ছাড়া করো না!' সেই ভয়ে ভীত হইয়াই বোধ করি তাহার চোখের তারা দুটি সহসা অমন আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া গেল।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১।	ইন্দুমতী	(উপন্যাস, ৩য় সং)	...	১॥০
২।	পুষ্পরাণী	(উপন্যাস)	...	১॥০
৩।	বিলাতী হাওয়া	(উপন্যাস)	...	১॥০
৪।	জীবন্ত সমাধি	(উপন্যাস)	...	১।০
৫।	সুকুমার	(গল্পের বই)	...	১৲
৬।	মধুমিলন	(উপন্যাস)	...	১।০
৭।	সইমা	(গল্পের বই)	...	১।০
৮।	ছোটবউ	(উপন্যাস, ২য় সং)	...	১৲
৯।	চক্রীর চক্র	(উপন্যাস	...	॥৵০
১০।	চন্দ্রার বিপদ	(উপন্যাস)	...	॥৵০
১১।	অকৃতজ্ঞ	(গল্পের বই)	...	॥০
১২।	সম্পত্তি রক্ষা	(গল্পের বই)	...	॥০
১৩।	ময়ূর পুচ্ছ	(উপন্যাস)	...	॥০
১৪।	অণিমা	(উপন্যাস)	...	১॥০

ভোলানাথ লাইব্রেরী

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।